বিজ্ঞাপন।

অপূর্ব্ব দেশভ্রমণের প্রথম খণ্ড অবাক্‌পুরীদর্শন প্রকাশিত হইল। ইহা ডাক্তার সুইফ্‌ট্‌ প্রণীত প্রসিদ্ধ গলিভার্স ট্রাভেলের অনুবাদ। উপন্যাসে উপহাসচ্ছলে ইংলণ্ড দেশের পূর্ব্বতন রীতি নীতি ও শাসন প্রণালী সুন্দররূপে বিবৃত করা আছে। অনেকেই অবগত আছেন যে গলিভার্স ট্রাভেলস্‌ অতি আমোদপ্রদ পুস্তক। পুস্তকখানি যাহাতে সাধারণের পাঠযোগ্য হয় তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না।

এক্ষণে পাঠকবর্গে পুস্তক পাঠে বৃথা সময় নষ্ট জ্ঞান না করিয়া যদি কিঞ্চিন্মাত্রও আমোদ লাভ করেন তাহা হইলেই শ্রম সফল বোধ করিব।

তারিখ ২০ পৌষ
সন ১২৮২ সাল।

গ্রন্থকার।

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি ঝামা-পুকুরস্থ শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ মজুমদারের যন্ত্রে, পটলডাঙ্গাস্থ তাঁহারই পুস্তকালয়ে ও বাহির সিমু-লিয়া মদন মিত্রের লেন ৩০ নং ভবনে অনুসন্ধান করিলেই পাইবেন।

অবাক্‌পুরীদর্শন।

প্রথম অধ্যায়।

মগধদেশে আমার পিতার কিঞ্চিৎ স্থাবর বিষয় সম্পত্তি ছিল। আমি তাঁহায় তৃতীয় পুত্র। আমার চতুর্দ্দশবর্ষ বয়সের সময় তিনি আমাকে বঙ্কিমপুরের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। তথায় আমি তিন বৎসর থাকিয়া মনোযোগের সহিত বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলাম। তৎপরে আমি চারি বৎসর পর্য্যন্ত তথাকার একজন চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলাম। আমার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আমার পিতাআমাকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ পাঠাইয়া দিতেন। ঐ অর্থ আমি নাবিক বিদ্যা ও অঙ্ক বিদ্যা শিক্ষার্থে ব্যয় করিতাম ; কারণ আমি জানিতাম আমাকে দেশ ভ্রমণে যাইতে হইবে। তৎপরে আমি চিকিৎসকের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া পিতার নিকট গমন করিলাম। তথায় তিনি এবং আমার খুল্লতাত এবং অন্যান্য আত্মীয়েরা একত্রিত হইয়া আমাকে লক্ষ্ণৌ নগরে অবস্থিতির জন্য প্রতি বৎসরে ৪০ টি করিয়া সুবর্ণ মুদ্রা দিতে স্বীকৃত হইলেন। সেখানে

আমি দুই বৎসর ৭ মাস পর্য্যন্ত চিকিৎসা বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলাম; কারণ আমি জানিতাম যে বহুকাল দেশ ভ্রমণ করিতে হইলে ঐ বিদ্যা বড় আবশ্যক হইবে। আমি লক্ষ্ণৌ হইতে ফিরিয়া আসিলে আমার চিকিৎসা বিদ্যার শিক্ষক আমাকে এক অর্ণবপোতাধিপতির অধীনে চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার সহিত আমি সার্দ্ধত্রয় বৎসর দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলাম। আমার প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে আমি লধুনাদেশে অবস্থিতি করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম এবং তদ্বিষয়ে আমার প্রভূও আমাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন। তথায় আমি তাঁহারই উদ্যোগে কতকগুলি রোগী পাইয়াছিলাম। তৎপরে আমি তথাকার একটি ক্ষুদ্র বাটীর একাংশ ভাড়া লইলাম। কিছুদিন পরেই আমি অদ্বৈত বশাকের রাজেশ্বরী নাম্নী দ্বিতীয় কন্যাকে বিবাহ করিলাম। ঐ বিবাহে আমি চারি শত সুবর্ণমুদ্রা যৌতুক পাইয়াছিলাম।

দুই বৎসর পরে আমার প্রভুর মৃত্যু হইলে আমার ব্যবসার একেবারে বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। তখন নিরুপায় দেখিয়া আমার স্ত্রী ও কতিপয় বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া পুনরায় নৌকারোহণে দেশ ভ্রমণ করিতে মনস্থ করিলাম। আমি ক্রমান্বয়ে দুইটি অর্ণবপোতের চিকিৎসকের পদপ্রাপ্ত হইলাম; এবং ছয় বৎসর কাল

পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকস্থ কতিপয় দ্বীপে ভ্রমণ করতঃ কিঞ্চিৎ অর্থও সঞ্চয় করিয়াছিলাম। কার্য্যাবসানে যখন অবসর পাইতাম তখনই পুরাতন ও আধুনিক গ্রন্থ-কর্ত্তাদের রচিত নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিতাম; এবং যখন সমুদ্রতীরে থাকিতাম তখন তথাকার ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের আচার ব্যবহার ও ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শিক্ষা করিতাম। ভাষা শিক্ষা বিষয়ে আমার তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি ছিল। অবশেষে আমি ক্লান্ত হইয়া দেশে ভ্রমণ ত্যাগ করিয়া কিয়দ্দিবস সপরিবারে বাটীতে রহিলাম। পুনরায় কর্ম্ম প্রাপ্তির আশা ছিল কিন্তু কোন কর্ম্ম পাইলাম না। তিন বৎসর পরে আমি এক অর্ণবপোতাধিকারীর অধীনে এক উত্তম কর্ম্ম পাইলাম। ১১১০ সালে আমি পুনরায় দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথম ভ্রমণ কিঞ্চিৎ বিঘ্নজনক হইয়াছিল। তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া পাঠকগণকে বিরক্ত করিতে চাহি না। কেবল এই মাত্র বলিতেছি যে আমরা একটি ঝটিকা দ্বারা উত্তর পশ্চিমস্থ একটি দ্বীপে নীত হইয়াছিলাম। দ্বাদশটি নাবিক অধিক পরিশ্রমের জন্য মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল অপরগুলি অতিশয় ক্ষীণ ও শীর্ণ হইয়া পড়িল।

৫ই অগ্রহায়ণ তারিখে নাবিকেরা কিয়দ্দূরে একটি পাহাড় দেখিতে পাইল। আমরা উহার নিকটে

যাইবার মানসে নৌকা ছাড়াতে নৌকার বেগ সম্বরণ করিতে অসমর্থ হওয়ায় একেবারে পর্ব্বতোপরি নিক্ষিপ্ত হইলাম। তাহাতেই আমাদের অনেকেই বিনষ্ট হইল, কেবল আমরা ছয় জন রক্ষা পাইয়া অপর এক তরিতে উঠিয়া সেখান হইতে পলাইবার চেষ্টা পাইলাম। আমরা আপনাদের ক্ষমতানুযায়ী প্রায় বার ক্রোশ হাল বাহিয়া গিয়া অবশেষে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। তখন ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া রহিলাম। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে উত্তর দিক হইতে হটাৎ এক প্রবল ঝটিকা আসিয়া নৌকা উলটাইয়া ফেলিল। আমার সঙ্গীগণের যে কি দশা হইল তাহা জানিতে পারিলাম না; কিন্তু মনে মনে স্থির করিলাম যে তাহারা সকলেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে। আমি ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া সন্তরণ করিতে আরম্ভ করিলাম। ঝটিকোৎক্ষিপ্ত তরঙ্গ দ্বারা কখন বা উর্দ্ধে কখন বা অধঃ ক্ষিপ্ত হইতেছি; এবং মধ্যে মধ্যে কখন কখন দাঁড়াইবার নিমিত্ত পা ঝুলাইয়া দিতেছি। কিন্তু সমুদ্র অতলস্পর্শ কোন মতেই মাটিতে পা ঠেকিল না। কিন্তু যখন একেবারেই সন্তরণে অক্ষম হইয়া পড়িলাম তখন আমার পদদ্বয়ে মৃত্তিকা স্পর্শ হইল। দণ্ডায়মাণ হইয়া দেখিলাম যে ঝটিকা অনেক থামিয়া গিয়াছে। তখন আমি জল ভাঙ্গিয়া চলিতে চলিতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ

আসিয়া উপকূল পাইলাম। রাত্রি প্রায় অষ্ট ঘটিকা হইয়াছিল ; কোন আশ্রয় প্রাপ্তির আশায় কিয়দ্দূর গমন করিয়াও কোন গৃহাদি দেখিতে পাইলাম না। তখন অতিশয় ক্লান্ত হওয়াতে নিদ্রাদেবী আমাতে আবির্ভূত হইলেন। আমি সেই ঘাসের উপরই ঘুমাইলাম এরূপ গাঢ় নিদ্রা হইল যে আঁমার এজন্মে আর কখন ওরূপ নিদ্রা ঘটে নাই।

গাত্রোত্থান করিয়াই দেখি যে প্রভাত হইয়াছে। আমি উঠিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু উঠিতে পারিলাম না। দেখিলাম যে আমার বাহুদ্বয় ও পদদ্বয় রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ রহিয়াছে ; এবং আমার দীর্ঘ কেশ-গুচ্ছও ঐরূপে বন্ধন করা আছে। আমার অনুভব হইল যে আমার স্কন্ধদ্বয় ও উরুদ্বয়ের সহিত রজ্জু দ্বারা পরস্পর বাঁধা রহিয়াছে। আমি কেবল ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপে সক্ষম ছিলাম ; অন্য কোন দিকে মস্তক ফিরাইতে পারিতাম না। ক্রমে ক্রমে সূর্য্যের উষ্ণতর রশ্মি আমার দৃষ্টির প্রতিঘাত হইল। তখন আমার চতু-র্দ্দিকে এক গোলমাল শ্রুতিগোচর হইল ; কিন্তু আমি যে অবস্থায় শয়ন করিয়াছিলাম তাহাতে আকাশ ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই দৃষ্টি গোচর হয় না। কিছু-ক্ষণ পরেই আমার বোধ হইল যে কোন জীব আমার বাম পদের উপর উঠিয়াছে উহা ক্রমে ক্রমে

আমার বক্ষঃস্থলের উপর দিয়া আমার চিবুকের নিকট উপস্থিত হইল। তখন আমি সাধ্যমতে মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখি যে ঐটি আট অঙ্গুলি পরিমিত একটি মনুষ্য দেহ। তাহার এক হস্তে ধনুক ও অপর হস্তে বাণ এবং পৃষ্ঠ দেশে একটি তূণীর লম্বায়মান রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে আমার বোধ হইল যে প্রায় ৪০টি ঐরূপ মনুষ্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। ইহা দেখিয়া আমি অতীব বিস্ময়াপন্ন হইলাম; এবং এরূপ চীৎকার করিলাম যে তাহারা সকলেই ভীত হইয়া পলায়ন করিল। পরে শুনিলাম যে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আমার দেহ হইতে ভূমিতে লম্ফন কালীন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল।

পুনরায় তাহারা সকলে ফিরিয়া আসিল। তাহাদের মধ্যে একজন সাহসে ভর করিয়া আবার মুখ নিরীক্ষণ করতঃ " ইয়াহো উলাম " এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া অপরাপর সকলেই ঐ বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; আমি তখন বুঝিতে পারিলাম না যে তাহারা কি বলিতেছে। অনেক ক্ষণ এরূপ অবস্থায় থাকাতে অতি কষ্ট হইতে লাগিল; তখন আমি বন্ধন ছিঁড়িবার চেষ্টা করাতে আমার বাম বাহুর বন্ধন ছিঁড়িয়া গেল; এবং আরও বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করাতে আমার কেশ বন্ধন রজ্জু ও কিঞ্চিৎ শ্লথ হইয়া

পড়িল। কেশরজ্জু শ্লথ হওয়াতে কিঞ্চিৎ মস্তক উত্তোলনে সক্ষম হইলাম; কিন্তু যেমন তাহাদের ধরিতে গেলাম অমনি তাহারা পলায়ন করিল, এবং সকলে মিলিয়া ঊর্দ্ধস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। পরক্ষণেই তাহারা আমার বাম হস্তোপরি অজস্র অজস্র তীর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। বাণ সকল সূচিকার ন্যায় আমার হস্তে বিদ্ধ হইল। তৎপরে তাহারা একটি গোলার শব্দ করিল। ঐ শব্দ হইবা মাত্র অনেকে আমার দেহের উপর উঠিল এবং কতকগুলি আমার মুখের উপর উঠাতে আমি হস্ত দ্বারা তাহাদের ধরিলাম।

তীর বর্ষণ শেষ হইলে আমি জ্বালায় অস্থির হইয়া ক্লেশসূচক শব্দ করাতেও পুনরায় বন্ধন ছিঁড়িতে চেষ্টা করাতে তাহারা আর একটি গোলার শব্দ করিল; এবং কতকগুলি লোক বর্ষা দ্বারা আমার পার্শ্বদেশ বিদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু ভাগ্য ক্রমে আমার একটি চর্ম্মের গাত্রাচ্ছাদন ছিল, তাহা তাহারা কিছুতেই বিদ্ধ করিতে সক্ষম হইল না। আমি বিবেচনা করিলাম যে রাত্রি অবধি তথায় থাকিব; তার পর যখন আমার বাম হস্ত বন্ধন মুক্ত আছে তখন আমি রাত্রিতে অনায়াসে অপর বন্ধন ছিঁড়িয়া উঠিতে পারিব। আমার বিবেচনা হইল যে তাহারা সকলে যদি এক আকারের হয় তাহা হইলে তাহাদের যত সৈন্যই আসুক না কেন আমাকে

পরাস্ত করিতে পারিবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহার বিপরীত ফল হইল। যখন তাহারা দেখিল যে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া আছি তাহারা তীর বর্ষণে ক্ষান্ত হইল। কিন্তু পদশব্দ শ্রবণে বোধ হইল যে তাহাদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। তখন আমার দক্ষিণ পার্শ্বের কিয়দ্দূর হইতে শ্রমজীবী লোকের কোদাল দ্বারা ভূমি খননের ন্যায় শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। তৎক্ষণাৎ আমি সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম একটি ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মিত রহিয়াছে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে চারিখানি সোপান সংলগ্ন রহিয়াছে। সেই গৃহ হইতে একটি মনুষ্য, বোধ হয় বিদ্বান লোক, আমাকে উপলক্ষ করিয়া একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। আমি তাহার বিন্দু মাত্রও বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু ঐ ব্যক্তি বক্তৃতা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে "সাহু উলাম চা" এই বলিয়া বারত্রয় চীৎকার করিয়াছিলেন। তাহাতে তৎক্ষণাৎ প্রায় ৫০ জন লোক আসিয়া আমার মস্তকের বামদেশের বন্ধন খুলিয়া দিল, বন্ধন খুলিবা মাত্র আমি মস্তক ফিরাইয়া বক্তার অঙ্গ-ভঙ্গী দেখিতে সক্ষম হইলাম।

তাঁহাকে যুবাপুরুষ বলিয়া বোধ হইল। তিনি তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী আর তিন জন অপেক্ষা অধিক দীর্ঘ ছিলেন। তাঁহার শরীরের দৈর্ঘ আমার হস্তের মধ্যমা অঙ্গুলি

অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ বোধ হইল। অপর দুইটি বক্তার সাহায্যার্থে দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। তিনি এক জন প্রধান বক্তার ন্যায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহার অঙ্গভঙ্গীতে ভয় প্রদর্শন, অঙ্গীকার ও দয়ার লক্ষণ স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইতেছিল। আমি দুই একটি কথায় উত্তর প্রদান করিয়াছিলাম। এবং ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ও বাম হস্ত উত্তোলন করতঃ নম্রতার লক্ষণ প্রকাশ করিলাম। পরে আমার অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হওয়াতে আর থাকিতে না পারিয়া অসভ্যের মত বারম্বার মুখে হাত তুলিয়া সঙ্কেত দ্বারা ক্ষুধার চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিলাম। ঐ দেশের রাজা তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া হুকুম দিলেন, যে আমার গাত্রে কতকগুলি সোপান লাগাইয়া ঐ সোপান দ্বারা গাত্রোপরি আরোহণ পূর্ব্বক এক শত ব্যক্তি বড় বড় ঝুড়ি করিয়া খাদ্য সামগ্রী লইয়া আমাকে খাইতে দেয়। রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্রে এক শত ব্যক্তি খাদ্য দ্রব্য লইয়া আমার গাত্রোপরি আরোহণ করতঃ আমার মুখে আহার দ্রব্য ঢালিয়া দিতে লাগিল। আমি ঐ খাদ্যে নানাবিধ জীবের মাংস দেখিলাম; কিন্তু কোন্ কোন্ জীবের মাংস তাহা আস্বাদনে বুঝিতে পারিলাম না। তাহাতে জঙ্ঘা, স্কন্ধ, গ্রীবা প্রভৃতি অনেকানেক রকম অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংস খণ্ড ছিল।

ঐ সকল মাংস আমি চারি পাঁচ খানা করিয়া প্রতি গ্রাসে খাইতে লাগিলাম; এবং তিন চারি খানা রুটিও এক গ্রাসে খাইতে লাগিলাম। দ্রব্য সকল বড় সুস্বাদু হইয়াছিল। যেমন আমার খাদ্য ফুরাইতেছে অমনি তাহারা আমার ক্ষুধা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া আরও যোগাইতে লাগিল। আমি তার পর জল পানের নিমিত্ত হস্ত দ্বারা সঙ্কেত করিলাম। আমার সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া তাহারা বড় বড় জালা করিয়া জল আনিয়া অতি কষ্টে আমার গাত্রোপরি তুলিল। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে অল্প জলে আমার কিছুই হইবে না। আমি জল প্রাপ্তিমাত্রেই একেবারে এক এক জালা করিয়া মুখে ঢালিয়া দিলাম।

আমার জল পান শেষ হইলে পর, তাহারা এই ব্যাপার দর্শনে চমৎকৃত হইয়া আনন্দধ্বনি করতঃ আমার বক্ষোপরি নৃত্য করিতে লাগিল, এবং পূর্ব্বের ন্যায় অনেকবার "ইয়াহো উলাম ইয়াহো উলাম" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। পরে তাহারা জলের জালা সকল নিক্ষেপের জন্যসঙ্কেত করিল এবং সকলকে সেখান হইতে সরিয়া যাইতে কহিল। আমি জালা গুলি নিক্ষেপ করিলে তাহারা পুনরায় "ইয়াহো উলাম ইয়াহো উলাম" বলিতে লাগিল। আমি প্রথমতঃ মনে করিলাম যে যেমন তাহারা নিকটে আসিবে অমনি

তাহাদের ৪০।৫০ টিকে এক চপেটাঘাতে ভূতলে নিক্ষেপ করিব। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল যে যখন উহাদের অভয় প্রদান করিয়াছি তখন আর এরূপ করিব না। আরও ভাবিলাম, যে যখন ইহারা আমাকে এরূপ যত্ন করিয়াছে তখন ইহাদের উপর অত্যাচার করা বিধেয় নয়। আমি তাহাদের সাহস দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আমার এক হস্ত মুক্ত আছে জানিয়াও তাহারা কোন্ সাহসে আমার দেহের উপর বিচরণ করিতে লাগিল। এত বড় বৃহৎ জীব দেখিয়া কিছুমাত্রও ভীত হইল না।

যখন তাহারা দেখিল যে আমার আর খাদ্যের প্রয়োজন নাই, তখন এক জন রাজপুরুষ আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজপুরুষ সোপান দ্বারা আমার দক্ষিণ পদোপরি উঠিয়া ক্রমে ক্রমে আমার মুখের নিকট অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সহিত বার জন অনুচর ছিল। রাজ পুরুষ আমাকে রাজ চিহ্ন দেখাইয়া রাজধানীর নিকট অঙ্গুলি নিক্ষেপ করতঃ সানুনয়ে কি বলিলন। আমি পরে জানিলাম যে রাজধানীতে আমাকে লইয়া যাইবে বলিয়া এ রূপ সঙ্কেত করিতেছেন। আমি দুই একটি কথায় উত্তর দিলাম; কিন্তু তাহা কোন কাজের হইল না। তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিল না। অবশেষে হস্ত ভঙ্গী দ্বারা

বুঝাইয়া দিলাম, যে আমি বন্ধনমুক্ত হইতে চাহি। রাজ পুরুষ মস্তক নাড়িলেন, তাহাতে বোধ হইল যে তিনি আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি প্রকাশ করিলেন যে আমি বন্দীভাবে নীত হইব; কিন্তু তথায় উত্তম খাদ্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইব ও উত্তম রূপে ব্যবহৃত হইব। আমি পুনর্ব্বার বন্ধন ছিঁড়িতেইচ্ছা করিলাম; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়া ও তীরের জ্বালা স্মরণ করিয়া আর সাহস হইল না। তখন তাহাদের সঙ্কেত দ্বারা ব্যক্ত করিলাম যে তাহারা আমাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। ইহা বুঝিয়া ঐ রাজা এবং তাঁহার অনুচরেরা পরম সন্তোষের সহিত ফিরিয়া গেল।

পরক্ষণেই তাহারা বহুসংখ্যক আসিয়া আমার বাম পার্শ্বের বন্ধন শিথিল করিয়া দিল। আমি দক্ষিণ পার্শ্বে ফিরিতে পারিলাম এবং প্রস্রাব ত্যাগ করিয়া শরীর সচ্ছন্দ করিলাম। আমার প্রস্রাবের বেগে পতন ও আধিক্য দেখিয়া তাহারা চমৎকৃত হইল। ইতি পূর্ব্বে তাহারা আমার সর্ব্বাঙ্গে এক প্রকার প্রলেপ লেপন করিয়া দিয়াছিল, তাহাতে আমার তীরাঘাতের বেদনা একেবারে দূর হইল। প্রস্রাব ত্যাগান্তে শরীর সুস্থ হওয়াতে আমি পুনরায় নিদ্রিত হইলাম। পরে লোকমুখে শুনিলাম যে আমি আট ঘণ্টা নিদ্রিত ছিলাম।

কিন্তু ইহা আশ্চর্য্যজনক নহে ; কারণ রাজার আদেশে চিকিৎসকেরা খাদ্যদ্রব্যের সহিত এক প্রকার নিদ্রাকারক ঔষধ মিশাইয়া দিয়াছিল। যখন তাহারা প্রথমেই দেখিল যে আমি ঘুমাইতেছি তখনই তাহারা দূতদ্বারা রাজার নিকট সম্বাদ পাঠাইল। সম্বাদ পাইবা মাত্র রাজা আদেশ করিলেন, যে রাত্রযোগেই আমাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করা হইবে, এবং আমাকে বহিবার নিমিত্ত একখানি বৃহৎ যান প্রস্তুত করা হইবে, তদ্বারা আমি রাজধানীতে নীত হইব। ইহা বড় দুঃসাহসের উপায় ও বড় বিঘ্নজনক ; আমার বোধ হয় অন্যান্য দেশের রাজাগণ এরূপ উপায় অবলম্বন করিবেন না। যদি তাহারা আমাকে তীর ও বর্ষা দ্বারা মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলে তাহারা মহা-বিপদে পতিত হইত। দুই এক আঘাত প্রাপ্ত হইবামাত্র আমি জাগরিত ও ক্রোধান্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক বন্ধন ছিঁড়িয়া তাহাদের সকলকেই শমন ভবনে প্রেরণ করিতাম। তখন তাহারা কোন মতেই আত্মরক্ষা করিতে পারিত না।

এই দেশের লোকেরা অঙ্কশাস্ত্রবিশারদ ছিল, এবং যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে তাহাদের বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। এখানকার রাজা বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে একজন বিখ্যাত উদ্যোগী ছিলেন। রাজার কতকগুলি চক্রযুক্ত যন্ত্র ছিল, তাহাতে বড় বড় বৃক্ষাদি বাহিত হইত। রাজার যুদ্ধ-পোত যে সকল বৃক্ষ হইতে নির্ম্মিত হইত তাহা বহিবার

জন্য ঐযন্ত্র ব্যবহৃত হইত। তাঁহার বড় বড় যুদ্ধপোত সকল প্রায় ছয় হাত লম্বা ছিল।

রাজাদেশ মতে পাঁচশত সুত্রধর ও অন্যান্য কারিকরেরা আমাকে বহিবার কারণ এক বড় যন্ত্র প্রস্তুত করিতে লাগিল। এই রূপে তাহারা ৪ হাত দীর্ঘে ও আড়াই হাত প্রস্থে এক খানা কাষ্ঠের যন্ত্র নির্ম্মাণ করিল। ইহা বাইশটি চক্রের উপর স্থাপিত ছিল। যন্ত্রপ্রস্তুত হইলে তাহারা উহা আমার নিকটে আনিয়া আমার গাত্রের অতি সন্নিকটে রাখিল। কিন্তু আমাকে যানোপরি উত্তোলন করা তাহাদের পক্ষে বিষম ব্যাপার হইয়া উঠিল। তাহারা এক হস্ত পরিমিত লম্বা আটটি বংশ লইয়া অতিকষ্টে একটি আমার গ্রীবার নীচে, একটি পদের নীচে, একটি হস্তের নীচে, এই রূপে আটটি বংশ আট স্থানে প্রবেশ করাইল; এবং হস্ত পদাদি সমুদয় অঙ্গ সূত্রের ন্যায় মোটা রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করতঃ কপিকলের সাহায্যে আমাকে তুলিতে চেষ্টা করিল। নয় শত মনুষ্য আমাকে উত্তোলনের নিমিত্ত টানা টানি করিতে লাগিল। অবশেষে তিন চারি ঘণ্টার পর অনেক কষ্টে আমাকে তুলিয়া যানোপরি ফেলিল; এবং তথায় রজ্জুদ্বারা পুনরায় যানের সহিত দৃঢ়বদ্ধ করিল। এই সকল বৃত্তান্ত আমি পরে শুনিয়া ছিলাম; কারণ যখন এই ব্যাপার ঘটিয়া ছিল তখন আমি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম।

রাজার এক হাজার পাঁচ শত ঘোটক মিলিয়া আমাকে টানিতে লাগিল। প্রত্যেক ঘোটক প্রায় ছয় অঙ্গুলি দীর্ঘ। এত কাণ্ড করিয়া তাহারা আমাকে রাজধানীতে লইয়া গেল। যখন তাহারা আমাকে লইয়া যাইতেছিল তখন পথি মধ্যে কোন ঘটনা হওয়াতে যান থামাইয়াছিল। যান থামাইলে পর তাহাদের মধ্যে দুই তিন জন লোকের ইচ্ছা হইল যে তাহারা আমার মুখাকৃতি, নিদ্রিতাবস্থায় নিরীক্ষণ করে। এই রূপ মনস্থ করিয়া তাহারা যানোপরি আরোহণ পূর্ব্বক নিঃশব্দে আস্তে আস্তে আমার মুখের দিকে অগ্রসর হইল। তাহাদের মধ্যে একজন সৈনিক পুরুষ তাহার বর্ষার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ আমার নাসিকার ভিতর প্রবেশ করাইল। আমার নাসিকা সুড় সুড় করাতে আমি হাঁচিয়া ফেলিলাম ; অমনি তাহারা শাঁ করিয়া সরিয়া পড়িল। আমি এই ঘটনার অনেক দিন পরে শুনিলাম যে আমি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রবুদ্ধ হইয়াছিলাম। সমস্তদিন বাহিয়া রাত্রিতে গাড়ি এক স্থানে থামিল। আমার রক্ষার্থে ৫০০ রক্ষক নিযুক্ত হইল ; তাহার মধ্যে অর্দ্ধেক আলো ধরিয়াছিল ও অপর অর্দ্ধেক অস্ত্র ধরিয়া রহিল। আমি যেমন উঠিবার চেষ্টা করিব অমনি আমাকে আঘাত করিবে বলিয়া অস্ত্রধারীরা প্রস্তুত হইয়া ছিল।

পরদিন প্রাতঃকালে তাহারা পুনরায় আমাকে লইয়া যাইতে লাগিল ; এবং ঠিক বেলা দুই প্রহরের সময় নগরের দ্বারের কিঞ্চিৎ দূরে উপস্থিত হইল। তথায়

উপস্থিত হইবামাত্র রাজা এবং তাঁহার কর্ম্মচারীগণ আমাকে দেখিতে আসিল; কিন্তু তাঁহার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা বিপদ আশঙ্কা করিয়া রাজাকে কোনমতেই আমার উপর উঠিতে দিলনা।

যেখানে যান থামিল তথায় একটি পুরাতন মন্দির ছিল। ঐ মন্দির নগরের সকল মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ; কিন্তু তাহার ভিতর এক অনৈসর্গিক হত্যাকাণ্ড হওয়াতে তাহাদের ধর্ম্মমতে একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ঐ মন্দিরে রাখিবে বলিয়া তাহারা আমাকে তথায় আনিয়াছিল। মন্দিরের দ্বার আড়াই হাত উর্দ্ধে ও দেড় হস্ত প্রস্থে। ঐ দ্বার দিয়া আমি অনায়াসেই গুঁড়ি মারিয়া মন্দিরের ভিতর যাইতে পারি। দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি ছোট বাতায়ন ছিল; প্রত্যেকটি আট অঙ্গুলি উচ্চ। দক্ষিণ পার্শ্বের বাতায়নে এক শত লৌহ শৃঙ্খল ছিল। শৃঙ্খলগুলি ঠিক আধুনিক বাবুদের ঘড়ির শোনার চেনেরমত। ঐ সকল শৃঙ্খল কতক গুলি বেড়ীর সহিত তাহারা আমার পদে লাগাইয়া দিল। মন্দিরের সম্মুখে ১২।১৩ হাত দূরে একটি উচ্চ গৃহ ছিল। গৃহটি প্রায় চারি হস্ত দীর্ঘ। ঐ গৃহেতে রাজা তাঁহার প্রধান প্রধান রাজ-পুরুষের সহিত প্রবেশ করিয়া তথা হইতে আমাকে দেখিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাদের দেখিতে পাই নাই; কিন্তু পরে শুনিলাম যে তাঁহারা আমাকে ঐ গৃহ হইতে

দেখিতেছিলেন। আমি শুনিয়াছিলাম, যে আমার আগমন সংবাদ শুনিয়া নগর হইতে প্রায় এক লক্ষ কিম্বা তদপেক্ষা অধিক লোক আমার মূর্ত্তি দেখিতে আসিয়াছিল। রক্ষকগণ ব্যতীত কোন কোন সময়ে প্রায় দশ হাজার মনুষ্য আমার দেহের উপর সোপান দ্বারা উঠিতে লাগিল। আমার কিঞ্চিৎ ভারও বোধ হইল না। কিন্তু শীঘ্রই এক রাজাজ্ঞা প্রকাশ হইল, যে আমার উপর আর কেহই উঠিতে পারিবে না। পাছে আমার মৃত্যু হয় এই আশঙ্কাতেই এই আদেশ হইয়াছিল।

যখন রক্ষকেরা দেখিল যে আমি শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া পালাইতে পারিব না তখন তাহারা আমার বন্ধনরজ্জু কাটিয়া দিল। রজ্জুবন্ধন মুক্ত হইবা মাত্র আমি অত্যন্ত দুর্দশাপন্ন হইয়া দাঁড়াইলাম। এরূপ দুর্দ্দশা আমার জীবনে আর কখন হয় নাই। আমাকে উঠিতে ও কিঞ্চিৎ চলিতে দেখিয়া তাহারা যে কতদূর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। তাহারা আনন্দে চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিল। যে শৃঙ্খল দ্বারা আমার বাম পদ বদ্ধ ছিল তাহা প্রায় চারি হস্ত লম্বা। ইহাতে যে কেবল আমি অর্দ্ধচক্রাকারে চলিতে পারিতাম তাহা নহে, দ্বারের অতি সন্নিকটে শৃঙ্খলকিল নিহিত থাকাতে আমি গুঁড়ি মারিয়া মন্দিরের ভিতরও যাইতে পারিতাম; এবং তথায় যথেচ্ছামতে শয়নে সক্ষম ছিলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আমি দাঁড়াইতে ও কিঞ্চিৎ চলিতে সক্ষম হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। আমি অবশ্যই স্বীকার করিব, যে এরূপ আমোদজনক দৃশ্য আমি আর কখন দেখিনাই। চতুর্দ্দিকের দেশ সকল উদ্যানের ন্যায় বোধ হইল এবং মাঠ সকল ছোট ছোট ফুলবাগান বলিয়া বোধ হইল। মাঠে নানাবিধ বৃক্ষ ছিল; তাহার মধ্যে সর্ব্বোচ্চটি প্রায় চারিহাত উচ্চ বোধ হইল। বাম পার্শ্বের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবা মাত্র নগর সন্দর্শন করিলাম। নগরটি ঠিক নাটকাভিনয়ে অঙ্কিত নগরের সদৃশ বোধ হইল।

কিছুক্ষণ পরেই আমার বহির্গমনের পীড়া উপস্থিত হইল। ইহা আশ্চর্য্য জনক নহে; কারণ আমি গত দুই দিন মধ্যে একবার ও বিষ্ঠাত্যাগ করি নাই। এদিকে এরূপ পীড়া উপস্থিত ওদিকে আবার লজ্জাও আছে, আমি বিষম বিপদে পড়িলাম। অনেকক্ষণ ভাবিয়া এক উত্তম উপায় ঠিক করিলাম, যে আমার গৃহের ভিতর গমন করিয়া দ্বার রুদ্ধ করতঃ শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিয়া যতদূর পারি অগ্রসর হইয়া বিষ্ঠা ত্যাগ করিব। অনন্য উপায় দেখিয়া

তাহাই করিলাম। ইহাই আমার প্রথম অপরিষ্কার ও ঘৃণিত কার্য্য। আর কখন আমি এরূপ কার্য্য করি নাই। আমার এই রূপ দুরবস্থা এবং বিপদ দেখিয়া বোধ হয় পাঠকবর্গে আমার এরূপ কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইবেন না। ইহার পর হইতে আমি প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া মন্দিরের বাহিরে যতটুকু আসিতে পারি আসিয়া ঐ কার্য্য সমাধা করিতাম। তখন নগরের সকলেই নিদ্রিত থাকিত। আমার বিষ্ঠা বহিবার নিমিত্ত দুই জন লোক নিযুক্ত হইল। প্রতিদিন প্রত্যূষে সকল লোকে জাগরিত হইবার পূর্ব্বে তাহারা গাড়ি করিয়া তুলিয়া ঐ বিষ্ঠা লইয়া যাইত। আমি এই সকল ঘৃণার্হ ব্যাপার বর্ণনা করিতাম না; কিন্তু পাছে পাঠক বৃন্দে আমাকে অপরিষ্কার বলিয়া ঘৃণা করেন এই হেতু উল্লেখ করিলাম। আরও এই বিষয় আমাকে পূর্ব্বে অনেক সময়ে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, যে তুমি কোথায় ও কিরূপেই বা বিষ্ঠা ত্যাগ করিতে।

বিষ্ঠা ত্যাগ শেষ হইলে আমি পুনর্ব্বার বিশুদ্ধ বায়ু সেবনার্থে গৃহের বাহিরে আসিলাম। রাজা ঐ বাটী হইতে নামিয়া সুশিক্ষিত অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক আমার নিকটে আসিবার নিমিত্ত অশ্ব চালাইলেন। কিয়ৎ দূর আসিবামাত্র অশ্ব আমাকে দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। অশ্ব যদিও উত্তম রূপে শিক্ষিত ছিল তথাপি আমার এরূপ বৃহৎ আকৃতি দেখিবামাত্র

সম্মুখস্থ পদদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক লাফাইতে লাগিলও কখন বা পশ্চাদ্ভাগে সরিয়া যাইতে লাগিল। রাজা অশ্বা-রোহণ বিষয়ে উত্তমরূপে দীক্ষিত ছিলেন। তিনি বল্‌গা ধরিয়া অশ্ব পৃষ্ঠে বসিয়া রহিলেন। তৎক্ষণাৎ রাজার অনু-চরেরা আসিয়া অশ্বের বল্‌গা ধরিল। রাজা অবতরণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া আমাকে দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু বিপদ আশঙ্কায় শৃঙ্খলের নিকটে যান নাই।

রাজা তাঁহার পাচক ও অনুচরদিগকে আমার নিমিত্ত আহার সামগ্রী আনিয়া দিতে কহিলেন। তাহারা আদেশ মাত্র গাড়ি করিয়া খাদ্য ও জল আনিয়া আমার নিকট ঠেলিয়া দিল। আমি পাইবা মাত্র সকল গাড়ি খালি করিয়া ফেলিলাম। কুড়ি খানি গাড়ি রুটি ও মাংসেতে, ও দশ খানি মদ্য ও জলে, পরিপূর্ণ ছিল।

প্রত্যেক গাড়ির খাদ্য আমার পূর্ণ ২।৩ গ্রাস হইল। রাণী ও রাজপুত্রেরা দাস দাসী সমভিব্যাহারে আমাকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহারা দূর হইতেই অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করতঃ পদব্রজে আসিয়া রাজার নিকটে আপন আপন কেদারার উপর উপবেশন করিলেন।

এখন আমি রাজার রূপ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উচ্চ ছিলেন। ঐ উচ্চতা প্রায় আমার নখরাগ্রভাগ সদৃশ। তাহাতেই তাঁহাকে সকলে সর্ব্বোচ্চ বলিত। তাঁহার দেহ বলবান ও মাংসপেশী যুক্ত।

অধর ঈষৎ রক্তিমাবর্ণ। সুন্দর নাসিকা, ও বর্ণ শুভ্র। তাঁহার শরীরের গঠন অতি সুদৃশ্য, গতি সুন্দর, ও আকৃতি মাহাত্ম্য ব্যঞ্জক। তিনি যুবাপুরুষ। বয়স অষ্টাবিংশতি বৎসর। সাত বৎসর তিনি উত্তম রূপে রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন; ও সকল যুদ্ধে জয়ী হইয়া আসিতেছেন। তাঁহাকে ভাল রূপে দেখিবার জন্য আমি তাঁহার ঠিক সম্মুখে বসিলাম। তিনি আমা হইতে ছয় হস্ত দূরে বসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে পূর্ব্বে একবার ধরিয়াছিলাম; তখন তাঁহার পরিচ্ছদাদি ভাল রূপে দেখিয়াছিলাম। তাঁহার সামান্য পরিচ্ছদ অনেকটা ইউরোপদেশীয়ের মত; কিন্তু তাঁহার মস্তকে হিরণ্ময় মুকুট ছিল। মুকুটটি হিরকাদি নানাবিধ বহু মূল্য রত্নে খচিত ও চূড়াতে একটি সুন্দর পালক্ সংলগ্ন। দক্ষিণ হস্তে তিন চারি অঙ্গুলি পরিমিত একখানি নিষ্কোষ অসি, আত্মরক্ষার্থে ধারণ করিয়াছিলেন। তরবারির হাতল স্বর্ণ নির্ম্মিত; তদুপরি হীরকাদি রত্ন সংলগ্ন। তাঁহার স্বর তীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্ট। তাঁহার বাক্য আমি তথায় দাড়াইয়া শুনিতে পাইয়াছিলাম। রাজনারীরা ও রাজার পারিষদ বর্গে সুন্দর পরিচ্ছদে সজ্জিত ছিল। তখন সেই স্থানটি স্বর্ণ রৌপ্যাদি খচিত একখানি ছোট গাত্রাচ্ছাদনের ন্যায় বোধ হইল। রাজা আমার সহিত কথা কহিতেছিলেন; আমিও তাহার উত্তর দিতে লাগিলাম। কিন্তু পরস্পর

কেহই কাহারও কথা বুঝিতে পারিল না। রাজার পুরো-হিত এবং বিচার কর্ত্তাও তথায় উপস্থিত ছিলেন। রাজা তাঁহাদের আমার সহিত কথা কহিতে আদেশ দিলেন। আমিও তাঁহাদের সহিত কথা কহিতে লাগি-লাম। বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরাজী, পারস্য প্রভৃতি যে কোন ভাষায় আমার কিঞ্চিৎ জ্ঞান ছিল তাহাতেই কহিতে লাগিলাম; কিন্তু তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিল না, আমিও তাহাদের কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অনুমান দুই ঘণ্টা পরে সভা ভঙ্গ হইল। যে যার আপন আপন গৃহে চলিয়া গেল; কেবল আমার রক্ষী বর্গ রহিল। তাহারা তাহাদের যত দূর সাহস দলবদ্ধ হইয়া আমার নিকটে আসিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আমোদ করিয়া আমার উপর তীর বর্ষণ করিতে লাগিল। আমি তখন গৃহদ্বারে বসিয়াছিলাম। একটি তীর আমার বাম চক্ষুতে লাগিতে লাগিতে ভূমিতে পড়িয়া গেল।

ইহা শুনিয়া তাহাদের অধ্যক্ষ, এ বিষয়ের ছয় জন প্রধান উদ্যোগীকে ধরিয়া আনিতে আদেশ দিলেন; এবং অন্য কোন শাস্তি না দিয়া, তাহাদের বন্ধন করতঃ আমার হস্তে নিক্ষেপ করা উত্তম বিবেচনা করিলেন। কার্য্যে তাহাই হইল; কতকগুলি সৈন্য তাহাদের বন্ধন করতঃ বর্যার হাতলদ্বারা আমার নিকট ঠেলিয়াদিল। আমি তাহাদের সকলকেই এক হস্তে ধরিলাম, পাঁচটিকে আমার

জামার পকেটে রাখিলাম ; ও ষষ্ঠটিকে ধরিয়া আপন মুখ ব্যাদান করতঃ জিয়ন্ত ভক্ষণ করিবার ছলে ভয় দেখাইলাম। সে ব্যক্তি ভয়ে কাঁপিতে লাগিল ; এবং সৈন্যাধ্যক্ষ ও তাঁহার অপরাপর কর্ম্মচারীরা দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি ছুরি বাহির করিলাম, তাহা দেখিয়া সকলে আরও ভীত হইল ; কিন্তু আমি শীঘ্রই তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। ছুরি দ্বারা তাহার বন্ধন কাটিয়া আস্তে আস্তে ভূমিতে যেমন নামাইয়া দিলাম, অমনি সে ভোঁ করিয়া পলায়ন করিল। এই রূপে আমি একটি একটি করিয়া পকেট হইতে বাহির করতঃ বন্ধন কাটিয়া ছাড়িয়া দিলাম। আমার এই রূপ দয়া দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইল এবং রাজসকাশে আমায় দয়ার প্রশংসা করিতে লাগিল।

রাত্রিতে আমি বহুকষ্টে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ তথায় ভূমিতে শয়ন করিলাম। এই রূপে আমি এক পক্ষ ভূমিতে শয়ন করিয়াছিলাম। তাহার পর শয্যা প্রস্তুত করিবার আদেশ হইল। লোকেরা ছয় শত শয্যা গাড়ি করিয়া আমার গৃহে আনিল। ঐ সকল একত্র সংলগ্ন করিয়া আমার জন্য একটি বৃহৎ শয্যা প্রস্তুত হইল। এই রূপে আমি একখানি কম্বল ও শয্যার আস্তরণও পাইলাম। যদিও শয্যাদি উত্তম ছিল না তথাপি আমার এরূপ অবস্থায় অনেক সুখকর হইয়াছিল।

আমার আগমন সংবাদ রাজ্য মধ্যে প্রচার হইলে পর বহু সংখ্যক ধনী দরিদ্র ও কৌতূহলাক্রান্ত লোকেরা আমাকে দেখিতে আসিল। এই রূপে গ্রাম প্রায় শূন্য হইয়াগেল। রাজা সাবধান না হইলে ইহাতে গৃহকার্য্য ও কৃষিকার্য্য বিষয়ে অনেক তাচ্ছল্য হইত। যাহাতে কৃষি কার্য্যাদিতে অমনোযোগ না হয় সেই রূপ রাজাজ্ঞা প্রচার হইল। হুকুম হইল, যে যাহাদের আমাকে দেখা হইয়াছে তাহারা আর বিলম্ব না করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিবে; এবং মন্দির হইতে একশত হস্তের ভিতরে বিশেষ রাজাজ্ঞা ব্যতীত কেহই যাইতে পারিবে না। যাইতে হইলে তজ্জন্য অর্থ দিয়া টিকিট ক্রয় করিতে হইবে। এই উপায় দ্বারা রাজমন্ত্রী বিলক্ষণ অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

আমার বিষয় লইয়া ঘন ঘন রাজসভা বসিতে লাগিল। সভাস্থ লোকেরা আমার শৃঙ্খল ভঙ্গ ও পলায়ন বিষয়ে সন্দিহান হইল; এবং আমার খাদ্যের নিমিত্ত অনেক ব্যয় দেখিয়া দুর্ভিক্ষ আশঙ্কা করিতে লাগিল। কখন কখন তাহারা আমাকে অনাহারে রাখিয়া মারিবার ইচ্ছা করিল; কখন বা বিষাক্ত শর বিদ্ধ করতঃ শমন ভবনে প্রেরণের সঙ্কল্প করিল। কিন্তু আবার ভাবিল যে আমার মৃত্যু হইলে, এত বড় বৃহৎ মৃত দেহ পচিলে, রাজধানীতে মহা-মারী উপস্থিত হইবে; ও ক্রমে ক্রমে সমুদয় রাজ্য নষ্ট

হইবে। এই রূপ বিচার চলিতেছে ইত্যবসরে কয়েক জন যোদ্ধা পুরুষ সভা দ্বারে উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে দুই জন সভার ভিতর প্রবেশ করিয়া, আমার পূর্ব্বোক্ত ছয় জন মনুষ্যের প্রতি দয়া প্রকাশের বিষয়, রাজ সকাশে নিবেদন করিল। রাজা শুনিয়া চমৎকৃত ও আনন্দে পুলকিত হইলেন; এবং আদেশ দিলেন যে কল্য হইতে প্রতিদিন প্রাতঃকালে নগরের চতুর্দ্দিগস্থ গ্রাম সকল হইতে ৬টি গরু ও ৪০ টি ভেড়া, ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য, এবং রুটী ও মদ্য আমার আহারের নিমিত্ত আসিবে। তাহার ব্যয় রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইবে। বেতন ভোগী ছয় শত মনুষ্য আমার দাসত্বে নিযুক্ত হইল; এবং তাহাদের অবস্থিতির জন্য মন্দিরের দুই ধারে দুই বৃহৎ মণ্ডপ স্থাপিত হইল।

তথাকার ব্যবহার অনুযায়ী আমার একটি পরিচ্ছদ নির্ম্মাণার্থে তিন শত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল; ও ছয় জন প্রধান প্রধান শিক্ষক আমাকে তদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষার্থে নিযুক্ত হইল। তিন সপ্তাহের মধ্যে আমি অনেক দূর শিক্ষা করিলাম। মধ্যে মধ্যে রাজা স্বয়ং আসিয়া আমার শিক্ষা বিষয়ে সাহায্য করিতেন। আমি তাঁহাদের সহিত কিছু কিছু কথা কহিতে শিক্ষা করিলাম। প্রথমেই আমি "রাজন্ অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বন্ধন মুক্ত করিয়া দিন" (সাধারণের বোধ গম্য হইবে না বলিয়া বাঙ্গালায় অনুবাদ

করিলাম) এই কথাগুলি কহিতে শিখিয়াছিলাম। এই রূপে আমি প্রত্যেক দিন করপুটে ঐ কথাগুলি উচ্চারণ করতঃ আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতাম। রাজা উত্তর দিতেন যে কিছু দিন পরে তোমাকে মুক্ত করিয়া দিব; কিন্তু সভার পরামর্শ ব্যতীত এ কার্য্য হইবে না। অগ্রে তোমাকে সপথ করিয়া আমার সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে হইবে। রাজা আরওকহিলেন যে তোমাকে আমার ও আমার প্রিয়বর্গের প্রতি এরূপ সদ্ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে আমরা তোমা হইতে কোন অনিষ্ট আশঙ্কা না করি; এবং তোমার পরিচ্ছদ অন্বেষণ করিয়া অস্ত্র সকল কাড়িয়া লওয়া হইবে, কারণ এরূপ লোকের নিকট অস্ত্র থাকিলে অনেক বিপদ আশঙ্কা হইতে পারে। আমি বলিলাম, সে বিষয়ে আপনার কোন ভয় নাই; আমি আপনার সমক্ষে পরিচ্ছদাদি খুলিয়া পকেট সকল উলটাইয়া দেখাইতেছি। এই কথা গুলি আমি কতক ভাষায় ও কতক সঙ্কেত দ্বারা কহিয়াছিলাম। রাজা উত্তর করিলেন, আমার আদেশ মতে দুই ব্যক্তি দ্বারা তোমার দেহ হইতে অস্ত্রাদি অন্বেষণ করা হইবে; এবং যাহা যাহা পাওয়া যাইবে তাহা রাজভাণ্ডারে থাকিবে। তোমার এদেশ হইতে প্রতিগমন কালে তোমাকে সেই সকল প্রদত্ত হইবে; কিম্বা তাহার ন্যায্য মূল্য দেওয়া হইবে।

রাজা জানিতেন যে আমার অনুমতি ও সাহায্য ভিন্ন কখনই ঐ ব্যক্তিদ্বয় অস্ত্রান্বেষণে সমর্থ হইবে না; কিন্তু আমার সৌজন্যতার উপর দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া, তিনি তাহাদের আমার নিকট পাঠাইলেন। আমি তাহাদের একটি একটি করিয়া সকল পকেটে নামাইয়াছিলাম, কেবল দুইটি গুপ্ত পকেটে নামাইলাম না। ঐ পকেট দ্বয়ে আমার কোন অত্যাবশ্যকীয় গোপনীয় বস্তু ছিল; তাহা অপরের জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমি সকল বস্তু বাহির করিয়া দিলাম, কেবল একটি রৌপ্য নির্ম্মিত ঘড়ি ও গুটিকত স্বর্ণমুদ্রা লুকাইয়া রাখিয়া ছিলাম।

অন্বেষণ শেষ হইলে পর, তাহারা, ইহার একটি প্রকৃত বিবরণ লিখিল। তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ, আমি নিম্নে লিখিতেছি।

নরপর্ব্বতের* দক্ষিণ ভাগে, উপরকার জামার পকেটে, আমরা এক খানা বৃহৎ ও মোটা বস্ত্র পাইলাম। বস্ত্র খানি এত বড়, যে মহারাজের রাজবাটীর বড় গৃহের আস্তরণ হইতে পারে। বাম পার্শ্বের পকেটে একটা বৃহৎ রৌপ্য নির্ম্মিত সিন্দুক দেখিলাম; তাহার ঢাকনী ও রৌপ্য নির্ম্মিত। আমরা সিন্দুকটা তাঁহাকে খুলিতে বলিলাম। তিনি খুলিলেন। আমরা এক জন তাহার ভিতরে

---

* আমার পর্ব্বত সদৃশ বৃহৎ দেহের জন্য অবাক্‌পুরীর লোকেরা আমাকে নরপর্ব্বত বলিত।

নামাতে, তাহার হাঁটু পর্য্যন্ত এক প্রকার ধূলিময় পদার্থে ডুবিয়া গেল। ঐ ধূলি বায়ুসংযোগে উড়িয়া আমাদের মুখে লাগাতে আমরা দুই জনেই বারম্বার হাঁচিতে লাগিলাম। তাঁহার ভিতরের জামার দক্ষিণ পার্শ্বের পকেটে আমরা এক তাড়া শ্বেতবর্ণ পাতলা পদার্থ দেখিতে পাইলাম। ঐ তাড়া, আমাদের তিনজন ব্যক্তি একত্রিত হইলে যত বড় হয় তদপেক্ষা বৃহৎ; এবং নানা প্রকার কাল কাল দাগে পরিপূর্ণ। আমরা বোধ করি ঐ দাগ গুলি তাঁহার লেখা। এক একটি অক্ষর আমাদের হস্তের তাল সদৃশ। বামভাগের পকেটে এক প্রকার যন্ত্র ছিল। যন্ত্রের পশ্চাদ্ভাগ হইতে ২০টি লম্বা লম্বা খুঁটি নির্গত হইয়াছে। খুঁটি সকল রাজ বাটীর সম্মুখস্থ খুঁটির সদৃশ। আমাদের বোধ হয় যে নরপর্ব্বত উহা দ্বারা মস্তক আঁচড়াইতেন। তাঁহার পদদ্বয়ের আচ্ছাদনীর * দক্ষিণ দেশের বৃহৎ পকেটে একটি বৃহৎ ফাঁপা লোহার থাম দেখিলাম। উহার একধারে তদপেক্ষা বৃহৎ একটি কাষ্ঠের গুঁড়ি সংলগ্ন; অপর পার্শ্বে কতকগুলি মোটা মোটা লৌহ খণ্ড বন্ধুর রূপে ও আশ্চর্য্য প্রকারে সংযুক্ত রহিয়াছে। ইহা যে কি বস্তু এবং কোন কার্য্যের নিমিত্ত, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। পাঠকগণ অবশ্যই ইহা বুঝিয়াছেন, যদি না বুঝিয়া থাকেন তবে আর কেন, লেখাপড়া

* Pantaloons.

ত্যাগ করুন। বামভাগে ও ঐরূপ আর একটি যন্ত্র ছিল। দক্ষিণ ভাগের ক্ষুদ্রতর পকেটে কতকগুলি শ্বেতবর্ণ ও কতকগুলি পীতবর্ণ চক্রাকৃতি পদার্থ ছিল। পদার্থগুলি রৌপ্য ও স্বর্ণ বলিয়া বোধ হইল। উহাদের ছোট, বড় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন গঠন। ঐ সকল বস্তু এত বৃহৎ ও ভারী যে আমরা দুই জনে একত্রিত হইয়াও উহার একটি তুলিতে পারিলাম না। বাম পকেটে দুইটি পরিস্কার কাল থাম ছিল। আমরা পকেটের তলায় থাকাতে উহাদের উপর উঠিতে পারিলাম না। ঐ দুইটি পদার্থের মধ্যে একটির মস্তকে শ্বেতবর্ণ গোলাকৃতি একটি বৃহৎ বস্তু সংলগ্ন। বস্তুটি আমাদের মস্তকের দ্বিগুণ বৃহৎ। প্রত্যে কের ভিতর এক খানি করিয়া প্রকাণ্ড লৌহের ফলা ছিল। ফলা দুইটির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বাহির হইয়াছিল। আমরা তাঁহাকে ঐ ফলা দুইটি খুলিয়া দেখাইতে বলিলাম। তিনি খুলিয়া দেখাইলেন, ও কহিলেন, আমাদের দেশে আমরা ইহার একটী দ্বারা ক্ষৌরকার্য্য নির্ব্বাহ করি ও অপরটির দ্বারা ভোজন সময়ে মাংস কাটিয়া থাকি।

সকল পকেটই অন্বেষণ করা হইয়াছে, কেবল দুইটি পকেট আমরা অন্বেষণ করিতে পারিলাম না। উহার মধ্যে একটি হইতে একটা অতি বৃহৎ রৌপ্য শৃঙ্খল নির্গত হইয়া তাঁহার উদরের উপর ঝুলিতেছে। শৃঙ্খলের এক ধারে, এক অত্যাশ্চর্য্য যন্ত্র ঝুলিতে ছিল; অপর ধারে

যাহা ছিল তাহাও তিনি পকেট হইতে বাহির করিয়া দেখাইলেন। দেখিলাম, এক অদ্ভুত গোলাকৃতি বস্তু, অর্দ্ধেক রৌপ্যময় ও অপর অর্দ্ধেক এক প্রকার স্বচ্ছ পদার্থে আবৃত। স্বচ্ছপদার্থের নিম্নে ধারে ধারে কতক গুলি চমৎকার অক্ষর গোলাকারে অঙ্কিত রহিয়াছে। আমরা অক্ষর গুলি স্পর্শ করিতে গেলাম; কিন্তু ঐ পদার্থে আমাদের হস্ত বাধিয়া গেল। তিনি ঐ অদ্ভুত যন্ত্র আমাদের কর্ণের নিকট ধরিবামাত্র উহা ক্রমাগত বারিযন্ত্রের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। আমরা বিবেচনা করিলাম, যে ইহা কোন এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব জীব, কিম্বা কোন দেবতা যাঁহাকে তিনি পূজাকরিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাকে দেবতাই স্থির করিলাম; কেননা তিনি বলিলেন, ইহার পরামর্শ ভিন্ন আমি কোন কার্য্যই করি না। আমার জীবনের প্রত্যেক কার্য্যের সময়, ইহাই বলিয়া দেয়। অপর পকেটে, একটা থলেতে কতকগুলি মোটা মোটা প্রকাণ্ড পীতবর্ণের ধাতু ছিল। ঐ ধাতু যদি সুবর্ণ হয়, তবে অবশ্যই বহুমূল্য পদার্থ হইবে।

এইরূপে আমরা, মহারাজের আজ্ঞামতে, নরপর্ব্বতের সমুদায় পকেট অন্বেষণ করিলাম। আমরা তাঁহার কটী-দেশে একটী কটিবন্ধ দেখিলাম। উহা চর্ম্মনির্ম্মিত। বোধ হইল, যে এক বৃহৎ জীবের চর্ম্মদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। বাম পার্শ্বে, ঐ কটিবন্ধ হইতে এক খানি তরবারি ঝুলিতে

ছিল। তরবারি খানি আমাদের পাঁচটী মানুষের সমান লম্বা। কটিবন্ধের দক্ষিণ দিকেএকটী থলে ঝুলান ছিল। থলেটী দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে কতকগুলি ভারী, ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্য ছিল। দ্রব্য গুলি গোলাকার ও কৃষ্ণ-বর্ণ; প্রত্যেকটী আমাদের মস্তকের সদৃশ বৃহৎ। অপর অংশে শস্যাকৃতি কালবর্ণের এক পদার্থ ছিল, কিন্তু বড় ভারী নহে; আমরা এক মুষ্টিতে উহার অনেকগুলি তুলিতে পারি।

এই, নরপর্ব্বতের শরীরান্বেষণের প্রকৃত বর্ণনা। নর-পর্ব্বত আমাদের অতিশয় সদয়রূপে ব্যবহার করিয়াছেন ও বিশেষ রাজভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

এই বর্ণনা রাজার নিকট পঠিত হইলে পর, তিনি নম্রতার সহিত, আমার নিকট হইতে নিম্নলিখিত কতক-গুলি বস্তু চাহিয়া লইলেন। তিনি আমার তরবারি দেখিতে চাহিলেন। আমি কোষ সমেত বাহির করিলাম। তরবারির যদিও অনেক স্থানে, সমুদ্রজল লাগাতে মরিচা ধরিয়া-ছিল, তথাপি উহা সূর্য্যকিরণে চকমক করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সকলে বিস্ময়ে ও ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল। রাজা বড় সাহসী পুরুষ ছিলেন। তিনি বড় অধিক ভীত হইলেন না। তিনি, তরবারি কোষের ভিতর প্রবেশ করাইয়া কিঞ্চিৎ দূরে আস্তে আস্তে ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে কহিলেন। তাহার পর তিনি আমার ফাঁপা

লোহার থাম অর্থাৎ পিস্তল চাহিলেন। আমি পিস্তল বাহির করিলাম এবং যতদূর পারিলাম তাঁহাকে ইহার ব্যবহার বুঝাইয়া দিলাম। পিস্তলটিতে কিঞ্চিৎ বারুদ গাদিলাম; এবং প্রথমে রাজাকে সতর্ক করিয়া দিয়া ভয় পাইতে নিষেধ করিলাম; পরে আকাশে লক্ষ করিয়া শব্দ করিলাম। শব্দ শ্রবণে সকলে তরবারি দর্শনাপেক্ষা অধিক চমৎকৃত হইল। শত শত লোকে মৃতপ্রায় হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল; এবং রাজা মহাশয়, যদিও তিনি বসিয়াছিলেন, কিছু হতজ্ঞান হইয়াছিলেন। আমি আমার পিস্তলদ্বয়ও তাঁহাকে অর্পণ করিলাম; এবং বারুদের থলে দিবার সময় বলিয়া দিলাম যে তাহাতে কোন প্রকারে অগ্নি না লাগে। কহিলাম, যে ইহাতে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লাগিলেই সমুদায় রাজবাটী উড়িয়া যাইবে। আমি এই রূপে আমার ঘড়িটিও তাঁহাকে দিলাম। তিনি দুইজন বলশালী যোদ্ধা পুরুষকে আদেশ দিলেন, যে তাহারা একটা বংশের মধ্যস্থানে ঘড়িটি বন্ধন করতঃ দুইধারে দুই জনের স্কন্ধ লাগাইয়া তাঁহার নিকট বহিয়া লইয়া আইসে। তাহারা তদ্রূপ করিলে পর, তিনি ইহার অনবরত শব্দ শুনিয়া ও ক্ষুদ্র কাঁটার দ্রুতগতি দেখিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন। রাজা তাঁহার প্রধান প্রধান পণ্ডিত দিগকে ইহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কহিল; আমি তাহার সকল বুঝিতে পারিলাম না।

পরে আমি, আমার মুদ্রার থলে দুইটি, ক্ষুর, ছুরি, রৌপ্যময় নস্যাধার, রুমাল ও সৈনিক কার্য্যের নিয়মাবলি, যাহা একখানি ছোট পুস্তকে লেখা ছিল, সকলই রাজাকে অর্পণ করিলাম। আমার অসি, পিস্তলদ্বয় ও থলে গাড়ী করিয়া রাজভাণ্ডারে নীত হইল। অন্যান্য বস্তু সকল আমি পুনঃ প্রাপ্ত হইলাম। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আমার একটী গুপ্ত পকেট ছিল; তাহাতে আমার এক খানি চসমা ছিল, তাহা আমি চক্ষুর দোষের জন্য আবশ্যক মতে ব্যবহার করিতাম। রাজার অনাবশ্যক বোধ হওয়াতে আমি উহা তাঁহাকে দেখাই নাই। বিশেষতঃ নষ্ট হইবার আশঙ্কায় উহা তাঁহাকে প্রদান করি নাই।

তৃতীয় অধ্যায়।

আমার ভদ্রতা ও সদ্ব্যবহারে রাজা, রাজসভাসদ্‌গণ ও তাঁহার সৈন্য প্রভৃতি সকলে এত সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন, যে আমি শীঘ্র মুক্তি লাভের আশা করিতে লাগিলাম। আমি যতদূর পারি ভদ্রতা প্রকাশে চেষ্টিত হইলাম। লোকেরা ক্রমে ক্রমে বিপদ আশঙ্কা না করিয়া আমার নিকট আসিতে লাগিল। আমি কখন কখন শয়ন করতঃ মস্তকোপরি ৫। ৬ জনকে নৃত্য করিতে দিতাম। অবশেষে বালক বালিকারা আমার কেশের ভিতর লুকাচুরি খেলিতে লাগিল। আমি তখন তদ্দেশীয় ভাষা বুঝিতে ও তাহাতে কথা কহিতে শিখিয়া ছিলাম।

এক দিন রাজা তাঁহার দেশের ক্রীড়া কৌতুকাদি, আমাকে দেখাইতে আদেশ দিলেন। আদেশমাত্র ক্রীড়া আরম্ভ হইল। ক্রীড়াদির কৌশল ও দৃশ্য, সকল দেশাপেক্ষা উত্তম বলিয়া বোধ হইল। আমি, সকল ক্রীড়াপেক্ষা বাঁশ বাজী দর্শনে বড় সন্তোষ লাভ করিয়াছিলাম। ক্রীড়া, দুই হস্ত পরিমিত একগাছি সরু সূত্রের উপর হইয়াছিল। দেশের বড় বড় ধনী লোক এবং রাজার প্রধান মন্ত্রী, কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ লোকেরা

এবিষয়ে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহারা সূত্রের উপর নানাবিধ আশ্চর্য্য ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। আমার বন্ধু রাজার একজন প্রধান কর্ম্মচারী; তিনি এবিষয়ে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। ইহাতে কেহ কেহ রজ্জু হইতে পতিত হওয়াতে সাংঘাতিক অঘাত প্রাপ্ত হইলেন। আমি ২।৩ জনের হস্ত পদাদি ভঙ্গ হইতে দেখিলাম। প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীদের আরও অধিক বিপদ হইতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে পরাজয় করিবার জন্য চেষ্টা করাতে অনেকেই বারম্বার ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন।

আর একপ্রকার ক্রীড়া আছে তাহা কেবল রাজা এবং রাণীর সম্মুখে প্রদর্শিত হইত, কোন কোন সময়ে মন্ত্রীর সমক্ষেও প্রদর্শিত হইত। ক্রীড়া সময়ে রাজা টেবিলের উপর তিনটি সুন্দর রেশমের সূত্র রাখিতেন; প্রত্যেকটি আট অঙ্গুলি করিয়া লম্বা, তাহার মধ্যে একটি নীল বর্ণের, একটি রক্ত বর্ণের ও তৃতীয়টি হরিৎ বর্ণের। যাঁহারা ক্রীড়াতে জয়ী হইতেন, সূত্র সকল তাঁহাদিগকে পুরস্কার স্বরূপে প্রদত্ত হইত। রাজার প্রধান সভাগৃহে ঐ ক্রীড়া প্রদর্শিত হইত। ক্রীড়াটি বড় আশ্চর্য্য প্রকারের। রাজা দুই হস্তে, একগাছি ছড়ির দুই ধার ধরিয়া থাকিতেন এবং ক্রীড়াকারীরা দৌড়াইয়া আসিয়া কখন বা ছড়িটি উল্লঙ্ঘন করিত, কখন বা ছড়িটির নিম্ন

দিয়া গলিয়া যাইত। যখন যে ভাবে রাজা ছড়ি ধরিতেন তাহারা সেইরূপই করিত। ক্রীড়াবিষয়ে তাহাদের অতিশয় দ্রুতগামিত্ব ও চতুরতা ছিল। ক্রীড়া সময়ে, কখন বা রাজা ও তাঁহার মন্ত্রী, দুই জনে ছড়িটির দুই ধার ধরিতেন। যে ব্যক্তি ক্রীড়াতে প্রথম হইত সে ব্যক্তি নীলবর্ণের রেশম সূত্র পুরস্কার পাইত, দ্বিতীয় ব্যক্তি রক্তবর্ণের ও তৃতীয়টি হরিৎবর্ণের সূত্র পাইত। ঐ সূত্র তাহারা কটিদেশে কটিবন্ধনরূপে ব্যবহার করিত। রাজসভাস্থ প্রায় সকলেরই কটিদেশে ঐরূপ একটি করিয়া সূত্র ছিল।

সৈন্যগণের ও রাজার ঘোটক সকল, প্রতিদিন আমাকে দর্শন করাতে, পূর্ব্বের ন্যায় আর ভীত হইত না। তাহারা নির্ভয়ে আমার নিকটে আসিত। অশ্বারোহীরা আমার হস্তোপরি ঘোটক সমেত উঠিত; আমি তখন ভূমিতে হস্ত রাখিয়া দিতাম। কোন কোন সাহসী অশ্বারোহী লম্ফন পূর্ব্বক আমার পদদ্বয়ের উপর উঠিত।

এক দিন আমি আশ্চর্য্য প্রকারে রাজার আমোদ জন্মাইয়া ছিলাম। দেড় হস্ত পরিমিত কতকগুলি ছড়ি রাজাকে আনাইয়া দিতে কহিলাম। রাজা অরণ্য রক্ষকের প্রতি ঐরূপ আদেশ করিলেন। পরদিন প্রভাতে অরণ্য রক্ষক ৬ খানি গাড়ী করিয়া কতকগুলি ছড়ি আমাকে আনিয়া দিল। প্রত্যেক গাড়ী, আটটি করিয়া ঘোটকে টানিয়া আনিল। আমি তাহার নয় গাছি লইয়া গৃহের

ন্যায় চতুষ্কোন করিয়া মাটিতে পুঁতিলাম ও আর চারিটি লইয়া চতুর্দ্দিকে আড়া আড়ি করিয়া বন্ধন করিলাম। তাহার পর আমার রুমাল খানি লইয়া পূর্ব্বোক্ত নয় গাছি ছড়ির উপর টান টান করিযা বন্ধন করিলাম। আড়া আড়ি চারি গাছি ছড়ি রুমাল হইতে ছয় অঙ্গুলি উপরে রহিল। গৃহটি এরূপ হইল, যে রুমালের উপর তাহাদের কেহ উঠিলে পড়িয়া যাইতে পারে না।

ক্রীড়া গৃহ নির্ম্মাণ হইলে পর আমি রাজাকে কহিলাম, যে তিনি তাঁহার উত্তম এক দল অশ্বারোহী সৈন্য আমার নিকট পাঠাইয়া দেন। রাজা ২৪ জন অশ্বারোহী যোদ্ধা পুরুষ পাঠাইলেন। আমি তাহাদের একটি একটি করিয়া রুমালের উপর ছাড়িয়া দিলাম। তাহারা সকলেই যুদ্ধের বেশ ও অস্ত্রাদি ধারণ করিয়াছিল। রুমালের উপর উঠি-বামাত্র তাহারা দুইদলে বিভক্ত হইল ও ক্রীড়াযুদ্ধ আরম্ভ করিল। কেহ কেহ ভোতা তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কেহ কেহ তরবারি ক্রীড়া দেখাইতে লাগিল। এইরূপে পলা য়ন, অনুধাবন, আক্রমণ, বিশ্রাম প্রভৃতি সমুদয় যুদ্ধকার্য্য হইতে লাগিল। যাহাহউক, তাহারা উত্তম যুদ্ধকৌশল দেখাইয়াছিল। রাজা ইহাতে এতদূর সন্তোষ লাভ করিয়া ছিলেন যে তিনি আরও ৫। ৭ দিন এই ক্রীড়া করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, এবং এক দিবস স্বয়ং সজ্জিত হইয়া আমার সাহায্যে রুমালোপরি আরোহণ করতঃ সৈন্যাধ্য-

ক্ষের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। এমন কি একদিন তিনি, বহু কষ্টে রাণীকে সম্মত করাইয়া উহা দেখাইয়াছিলেন। আমি কেদারা সমেত রাণীকে তুলিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের কিঞ্চিৎ দূরে এমন ভাবে ধরিয়া রহিলাম, যে তিনি তথা হইতে সমুদায় যুদ্ধ ভাল করিয়া দেখিতে সমর্থ হয়েন। ইহা আমার পক্ষে ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে, যে যুদ্ধ সময়ে কাহারও কোন সাংঘাতিক বিপদ ঘটে নাই। কেবল একদিন একটি তেজবান ঘোটকের ক্ষুরাঘাতে রুমালে একটি অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র হইয়াছিল, ও তাহাতে একজন আরোহী পড়িয়া গিয়াছিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে তুলিলাম। দেখিলাম,কোন আঘাত লাগে নাই। যুদ্ধ শেষ হইলে আমি পুনরায় তাহাদের একটি একটি করিয়া নামাইয়া দিলাম।

আমি মুক্ত হইবার ২। ৩ দিন পূর্ব্বে রাজার নিকট সম্বাদ আসিল, যে তাঁহার দুই তিন জন প্রজা, সাগর উপকুলে বেড়াইতে বেড়াইতে একটি অপূর্ব্ব কাল বস্তু পতিত দেখিয়াছে। বস্তুটি নিশ্চল বলিয়া তাহারা অচেতন পদার্থ স্থির করিয়াছে। তাহাদের একজন অপরের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া দেখিল যে তাহার উপরিভাগ সমান ও চিক্কন, বন্ধুর নহে, ও চতুষ্পার্শ্ব গোলাকৃতি। বোধ হয়, বস্তুটি নরপর্ব্বতের হইবে; তিনি ভুলক্রমে ফেলিয়া গিয়া থাকিবেন।

আমি এই সম্বাদ শ্রবণ করিবামাত্র বস্তুটী বুঝিতে

পারিলাম। আমার স্মরণ হইল, যে যখন আমি ভগ্নতরি হইয়া সন্তরণ করিতেছিলাম তখন আমার শিরোভূষণটি রজ্জুদ্বারা চিবুকের সহিত বন্ধন করিয়াছিলাম। যখন উপকূলে আসিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া ঘাসের উপর শয়ন করিয়াছিলাম তখন শিরস্ত্রাণের বিষয় কিছুই স্মরণ ছিল না। আমি স্থির করিয়াছিলাম, যে শিরস্ত্রাণটি সমুদ্রে সন্তরণ কালীন পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার এখন বোধ হইতেছে, যে সেই উষ্ণীষ উপকূলে পড়িয়া আছে। আমি রাজসকাশে সানুনয়ে নিবেদন করিলাম, যে ঐ বস্তুটি শীঘ্রই আমাকে আনিয়া দেওয়া হয়। রাজা অনুচরবর্গকে ঐরূপ আজ্ঞা দিলেন।

পরদিন প্রভাতে, তাহারা গাড়ী করিয়া উহা আনিয়া দিল। উষ্ণীষটি তাহারা রজ্জুদ্বারা গাড়ীর সহিত বন্ধন করতঃ প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ পথ টানিয়া আনিয়াছিল। দেশের পথ সকল অতীব পরিস্কার ও মসৃণ বলিয়া উষ্ণীষটি নষ্ট হয় নাই।

দুই দিবস পরে রাজার এক আশ্চর্য্য কৌতুক দেখিতে ইচ্ছা হইল। তিনি ইচ্ছা করিলেন, যে আমি কলোসাস্ মূর্ত্তির ন্যায় পদদ্বয় অনেক অন্তর করিয়া দাঁড়াইব, ও ঐ অন্তরের ভিতর দিয়া তাঁহার নগরস্থ সৈন্য সকল চলিয়া যাইবে। ৩০০০ পদাতিক ও ১০০০ অশ্বারোহী সৈন্য রাজাজ্ঞা পাইয়া অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইল। রাজা,

তাঁহার একজন বৃদ্ধ ও বহুদর্শী সৈন্যাধ্যক্ষকে আদেশ দিলেন, যে তিনি সৈন্য সামন্ত লইয়া আমার দেহের নিম্ন দিয়া, অবিকল যুদ্ধযাত্রার ন্যায়, যাত্রা করেন। তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। পাদচারী সৈন্যের মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণীতে ২৪টি করিয়া যোদ্ধা পাশাপাশি দাঁড়াইল; ও অশ্বারোহীদের মধ্যে ১৬টি করিয়া ঐরূপে দাঁড়াইল। পরে রণবাদ্যের সহিত তাহারা ক্রমে ক্রমে যাত্রা করিল। রাজা আজ্ঞা করিলেন,যে সৈন্যগণে যেন সাবধানে গমন করে; আমার গাত্রে যেন কোন অস্ত্রাদির আঘাত লাগেনা। কতকগুলি যুবা যোদ্ধ্‌ পুরুষ রাজাজ্ঞা অবহেলন করিয়া, আমার নিম্ন দিয়া গমন সময়ে ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। যথার্থ বলিতে কি, আমার পাদাচ্ছাদনের (Pantaloon's) একস্থান ছিঁড়িয়া যাওয়াতে তাহাদের হাস্যোদ্দীপক হইয়াছিল।

অনেকবার আমি রাজসকাশে, আমার মুক্তির নিমিত্ত আবেদন পত্র লিখিয়া পাঠাইলাম। অবশেষে রাজা সভায় ঐ কথা উত্থাপন করাতে সে বিষয়ে সকলেই সম্মত হইল, কেবল এক ব্যক্তি অসম্মতি প্রকাশ করিল। কিন্তু তাঁহার অসম্মতি কোন কার্য্যের হইল না। ঐ ব্যক্তি রাজার যুদ্ধপোতাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি রাজার আজ্ঞাতে কতকগুলি সন্ধিস্থাপনের নিয়মাবলি লিখিলেন। ঐ সকল নিয়মে, আমাকে দিব্য করিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া বলিতে হইবে

যে আমি উহার বিপক্ষাচরণ করিব না। রাজসভার তিন চারি জন প্রধান প্রধান লোক ঐ পত্র লইয়া আমার নিকট আসিল ও পাঠ করিল। আমি শুনিলাম। তাহারা প্রথমে আমার দেশের প্রথানুসারে আমাকে শপথ করিয়া বলিতে বলিল, যে আমি পত্রোল্লিখিত বিষয়ে বিপক্ষাচরণ করিব না। আমি তাহাই করিলাম। তাহার পর তাহারা তাহাদের দেশের প্রথা দেখাইয়া তদনুসারে দিব্য করিতে বলিল। আমি তাহাই করিলাম। আমার সহিত সন্ধি-স্থাপনের নিমিত্ত যে সকল নিয়ম লিখিত হইয়াছিল তাহা সাধারণের বোধগম্যার্থ নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

অবাক্‌পুরীর সর্ব্বশক্তিমান্ সম্রাট্, যিনি পৃথিবীর আনন্দ ও ভয় স্বরূপ, যাঁহার রাজত্ব রাজধানীর চতুর্দ্দিকে ছয় ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, (তাহাদের মতে পৃথিবীর শেষ পর্য্যন্ত সমুদায় রাজত্ব তাঁহার অধীন, অর্থাৎ তিনি সার্ব্ব-ভৌম সম্রাট্) যিনি সকল রাজার রাজা, মনুষ্য মধ্যে সর্ব্বা-পেক্ষা দীর্ঘ, যাঁহার পদদ্বয় পৃথিবীর মধ্যস্থলে রহিয়াছে ও মস্তক সূর্য্যমণ্ডলভেদ করিয়া উঠিয়াছে, যাঁহাকে সকল দেশের রাজা জানু পাতিয়া করযোড়ে উপাসনা করে, যিনি বসন্তকালের ন্যায় আনন্দ জনক, গ্রীষ্মকালের ন্যায় সুখ-কর, শরৎকালের ন্যায় ফলপ্রদ ও শীতকালের ন্যায় ভয়-ঙ্কর, সেই সর্ব্বোচ্চ সর্ব্বশক্তিমান সম্রাট্, নরপর্ব্বতকে এই আদেশ করিতেছেন, যে নরপর্ব্বতকে কিছুদিন হইল

আমাদের স্বর্গরাজ্যে পাওয়া গিয়াছে তাঁহাকে এই আদেশ করিতেছেন, যে তাঁহাকে নিম্ন লিখিত নিয়ম মতে, সপথ করতঃ কার্য্য করিতে হইবে।

প্রথমতঃ। নরপর্ব্বত আমার বিনানুমতিতে আমার রাজ্য হইতে চলিয়া যাইতে পারিবে না।

দ্বিতীয়তঃ।—যে ঐ নরপর্ব্বত আমার হুকুম ব্যতি- রেকে রাজধানীর ভিতর আসিতে পারিবে না। নগর মধ্যে যাইবার হুকুম পাইবার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে নগর বাসী- দের সম্বাদ দেওয়া যাইবে, যে তাহারা আপন আপন গৃহের ভিতর অর্গলবদ্ধ হইয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ।—যে ঐ উপরোক্ত নরপর্ব্বত নগরের কেবল বড় বড় রাস্তায় বেড়াইতে পারিবে, শস্যক্ষেত্রের উপর বেড়াইতে কিম্বা শয়ন করিতে পারিবে না।

চতুর্থতঃ।—নরপর্ব্বত যখন রাস্তায় বেড়াইবে, আমার কোন প্রজাকে কিম্বা তাহাদের গাড়ী ঘোড়াকে মাড়া- ইতে পারিবে না, কিম্বা কোন প্রজাকে, তাহার বিনানু- মতিতে, হস্তোপরি তুলিতে পারিবে না।

পঞ্চমতঃ।—যদি কোন আবশ্যকীয় পত্রাদি দূরদেশে পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে ঐ নরপর্ব্বত ঘোটক সমেত দূতকে পকেটে করিয়া লইয়া যাইবে ; ও আবশ্যক মতে পুনরায় ফিরাইয়া আনিয়া রাজসমক্ষে উপস্থিত করিয়া দিবে।

ষষ্ঠতঃ।—যে ঐ নরপর্ব্বত যুদ্ধসময়ে আমাদের সাহায্য করিবে,, এবং আপাততঃ আমাদের আক্রমণার্থ যে যে শত্রুরা প্রস্তুত হইয়া আছে, তাহাদের সৈন্য সামন্ত নষ্ট করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

সপ্তমতঃ।—যে ঐ পূর্ব্বোক্ত নরপর্ব্বত রাজবাটী নির্ম্মাণার্থে প্রস্তর তুলিয়া দিয়া, কর্ম্মকারীর সাহায্য করিবে।

অষ্টমতঃ।—যে ঐ নরপর্ব্বত এক মাসের মধ্যে, আমার রাজ্যের আয়তন প্রকৃতরূপে পরিমাণ করিয়া, আমাকে আনিয়া দিবে।

সর্ব্বশেষে এই বলা যাইতেছে, যে ঐ নরপর্ব্বত সপথ করিয়া উপরোক্ত নিয়মাবলিতে সম্মত হইলে পর, তিনি প্রতিদিন ১৭২ মনুষ্যের উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হইবেন ইতি। তা—

আমি পরম সন্তোষের সহিত সপথ পূর্ব্বক ঐ পত্রে স্বাক্ষর করিলাম। স্বাক্ষর করিবামাত্র আমি বন্ধন হইতে মুক্ত হইলাম।

চতুর্থ অধ্যায়।

আমি মুক্তিলাভ করিয়া প্রথমেই রাজধানী দর্শনের অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। নগর বাসীদের প্রতি আমার আগমন বার্ত্তার সম্বাদ দেওয়া হইল, যে তাহারা সাবধানে আপন আপন গৃহের ভিতর অবস্থিতি করে। আমি নগর দর্শনে বহির্গত হইলাম। দেখিলাম নগরটি প্রাচীর বেষ্টিত। প্রাচীরটি দেড় হস্ত ঊর্দ্ধে ও প্রস্থে অর্দ্ধ হস্ত। এরূপ প্রস্থ, যে তাহার উপর দিয়া এক খানি গাড়ী ও একটি ঘোটক অনায়াসেই যাইতে পারে।

আমি পশ্চিম দিকের দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করতঃ বড় রাস্তা অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলাম। পাছে নগরস্থ গৃহ সমূহের ছাদের ও কার্ণিসের কোন হানি হয় সেই হেতু উপরকার জামাটি খুলিয়া রাখিয়াছিলাম। আমি চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া সাবধানে চলিতে লাগিলাম, পাছে কোন নগরবাসী পদদলিত হয়। কিন্তু প্রায় তখন সকল লোকই আপন আপন গৃহাভ্যন্তরে ছিল। গবাক্ষ-দ্বারে ও ছাদের উপর দর্শনোৎসুক নগরবাসীদের এত জনতা হইয়াছিল, যে আমার বোধ হইল, যে এত অধিক

লোক পৃথিবীর আর কোন নগরে নাই। নগরটি ঠিক সম-চতুষ্কোন। প্রাচীরটির প্রত্যেক দিক ২৩৫ হস্ত লম্বা; এবং উহার ভিতর দুইটি বড় রাস্তা উহাকে সমান চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছে। নগরটিতে প্রায় ৫ লক্ষ লোক বাস করিতে পারে। গৃহগুলি ত্রিতল ও পঞ্চতল। রাজবাটী ঠিক নগর মধ্যবর্ত্তী। তথায় দুইটি বড় রাস্তা মিলিত হইয়াছে। বাটীটির চতুর্দ্দিকে, দেড় হস্ত পরিমিত উচ্চ প্রাচীর। প্রাচীরটি রাজগৃহ হইতে প্রায় ১২ হস্ত অন্তরে।

আমি রাজাজ্ঞা পাইয়া সহজেই প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে গেলাম। দেখিলাম যে রাজবাটীর সম্মুখস্থ চত্বারভূমি প্রায় ৬৪ বর্গ হস্ত। আমার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিবার ইচ্ছা হইল; কিন্তু দেখিলাম যে তোরণ দ্বার অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ ও প্রস্থে ৮ অঙ্গুলি। কোন মতেই প্রবেশ করিতে পারিলাম না। রাজগৃহ, উর্দ্ধে সাড়ে তিন হস্ত। আমি তাহার উপর উঠিতে পারিতাম, কিন্তু উঠিতে যাইলে ঐ প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ, একেবারেই ভগ্ন হইয়া যাইবে বলিয়া, উঠিলাম না। রাজার ইচ্ছা হইল, যে রাজগৃহ কিরূপ সুন্দররূপে সজ্জিত তাহা আমাকে দেখান। আমি তিন দিবসের মধ্যে অরণ্যের বৃক্ষ হইতে দুইটি, দুই হস্ত করিয়া উচ্চ, টুল নির্ম্মাণ করিলাম।

তিন দিবস পরে আমি পুনরায় নগরমধ্যে প্রবেশ করতঃ রাজগৃহের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া একটি টুল সত্রা-

টের বহির্ব্বাটীর নিকট রাখিয়া তাহার উপর উঠিলাম ও অপর টুলটি হস্তে করিয়া বহির্বাটী উল্লঙ্ঘন করতঃ আস্তে আস্তে ভূমিতে রাখিলাম। তাহার পর এ টুল হইতে ও টুলের উপর দাঁড়াইলাম। এই রূপে আমি রাজবাটীর সকল অংশে গমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। পরে আমি রাজবাটীর মধ্য তলের গৃহের ভিতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত একপার্শ্বে শয়ন করিয়া গবাক্ষের নিকট চক্ষু দিয়া দেখিলাম, যে গৃহটি অতি উত্তম রূপে সজ্জিত। তথায় মহারাণী, তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্রগণ ও প্রধান প্রধান অনুচরবর্গের সহিত অতি সুন্দর আসনে বসিয়া আছেন। মহারাণী আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন ও গবাক্ষ হইতে আমার চুম্বনার্থে, তাঁহার হস্ত বাড়াইয়া দিলেন। এইরূপে আমি সমস্ত রাজগৃহ দর্শন করিয়া নগর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

একদিন প্রাতঃকালে আমি মুক্ত হইবার প্রায় এক পক্ষ পরে, রাজার একজন প্রধান কর্ম্মচারী একজন অনুচরের সহিত আমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কিঞ্চিদ্দূরে গাড়ী রাখিয়া আমার নিকট আসিয়া কহিলেন, যে তিনি এক ঘণ্টা কাল আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবেন। তিনি আমার পরম উপকারী বন্ধু, সেই জন্য আমি পরম সন্তোষের সহিত তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলাম। তিনি বলিলেন, যে তিনি আমার মুক্তি বিষয়ে অনেক

সাহায্য করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাহইলেও আমার এত শীঘ্র মুক্তি লাভ হইত না যদি তাঁহাদের রাজ্যমধ্যে দুইটি বিপক্ষদল না হইত, ও বিদেশীয়দিগের কর্ত্তৃক তাঁহাদের রাজ্য আক্রমণাশঙ্কা না থাকিত। প্রায় তিন বৎসর হইল তাঁহাদের দেশে দুইটি দল হইয়াছে। একটির নাম দীর্ঘোপানৎ ও অপরটির নাম ক্ষুদ্রোপানৎ। প্রথম দল রাজার বিপক্ষ। রাজা দ্বিতীয় দলের পক্ষপাতী ছিলেন, সেই জন্য তাঁহার সকল প্রকার কর্ম্মচারীই কি প্রধান কি সামান্য, সেই দল হইতে গৃহীত হইত।

দলদ্বয়ের পরস্পর এত বিদ্বেষ ছিল, যে এক দলের কেহ অপর দলের কাহারও সহিত আহারাদি করিত না। এমন কি এক দলের লোক অপর দলের লোকের সহিত কথাও কহিত না। তিনি বলিলেন, দীর্ঘোপানতের দল, তাঁহাদের দলের অপেক্ষা অনেক বৃহৎ। মহারাজ তাঁহাদের দলভুক্ত; কিন্তু রাজপুত্র, যিনি ইহাঁর মৃত্যুর পর রাজত্ব পাইবেন, তিনি দীর্ঘোপানতের দলে আছেন। তাহার চিহ্ন স্বরূপ, তিনি সর্ব্বদাই এক পদে দীর্ঘ উপানৎ ধারণ করিয়া থাকেন। একে তস্বদেশে এই গোলযোগ, তাহাতে আবার বলভদ্র দেশীয়েরা তাঁহাদের আক্রমণার্থে প্রস্তুত হইয়া আছে। বলভদ্রদেশীয়েরাও তাঁহাদের সদৃশ বিক্রমশালী। সে রাজ্যও তাঁহাদের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।

আমার বন্ধু একদিন আমার নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন, যে আমাদের দেশের সকল লোকই আমার সদৃশ দীর্ঘ। এক্ষণে তিনি বলিলেন, যে তাঁহাদের দেশের নৈয়ায়িক ও জ্যোতিষবেত্তারা এবিষয়ে প্রত্যয় করেন না। তাঁহারা বলেন, যে আড়াই শত বৎসরের ইতিহাসে অবাকপুরী ও বলভদ্র ভিন্ন অন্য কোন বৃহৎ রাজ্যের বিষয় লিখিত নাই। ইতিহাসে লিখিত আছে, যে এই দুইটিই পৃথিবীর প্রধান রাজ্য। জ্যোতিববেত্তারা অনুমান করেন, যে নরপর্ব্বত চন্দ্রমণ্ডল হইতে পতিত হইয়াছেন, কিম্বা কোন নক্ষত্র হইতে পতিত হইয়াছেন। তাঁহারা গণনাদ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন, যে অল্প দিন মধ্যেই আমার সদৃশ ১০০ শত মনুষ্য আসিয়া তাঁহাদের রাজ্যের সমুদয় ফল ও পশু পক্ষী নষ্ট করিয়া ফেলিবে। সে যাহাহউক, এখন বলভদ্র দেশীয়েরা শীঘ্রই এদেশ আক্রমণ করিবে। তাহার উদ্যোগও করিতেছে। প্রায় এক বৎসর ছয় মাস হইল এই দুই রাজ্যে যুদ্ধ চলিতেছে; কেহই পরাজয় স্বীকার করিতে চাহেন না। যে বিষয় লইয়া প্রথম বিবাদ আরম্ভ হয় তাহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। আমি নিম্নে তাহার বিবরণ লিখিতেছি।

বহুকালাবধি এদেশের এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে, যে সকলেই ভোজনসময়ে ডিম্ব কাটিবার প্রয়োজন হইলে, ডিম্বের বড় দিক্‌ প্রথমে কাটিয়া থাকে। কিন্তু

আমাদের মহারাজের পিতামহ শৈশবাবস্থায় একদিন ডিম্ব কাটিতে কাটিতে অঙ্গুলি কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহার পরে তিনি নগরমধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন, যে যে কেহ বড়দিক হইতে ডিম্ব কাটিবে তাহার আইনানুসারে দণ্ড পাইতে হইবে; সকলকেই অদ্যাবধি ছোট দিক হইতে ডিম্ব কাটিতে হইবে। এই রাজাজ্ঞা নগরমধ্যে প্রচারিত হইলে সকলেই ইহার বিপক্ষ হইল; কেহই প্রাচীন দেশ প্রথার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সম্মত হইল না।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে বিষম রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইল। ইতিহাসে কথিত আছে ছয়বার রাজবিদ্রোহ হইয়াছিল, তাহাতে একজন সম্রাটের মৃত্যু হইয়াছিল ও একজন রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। যাহারা রাজদণ্ডে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই বলভদ্রদেশে গমন করিয়াছে। তথাকার সম্রাট প্রাচীন প্রথা রক্ষণে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন ও অদ্যাবধি করিতেছেন। এরূপ কথিত আছে যে একাদশ সহস্র লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তথাপি তাহারা প্রাচীন প্রথার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সম্মত হয় নাই। এই বিষয় লইয়া শত শত বৃহৎ বৃহৎ পুস্তক লিখিত হইল, তথাপি বিদ্রোহ থামিল না। অবশেষে রাজাজ্ঞা হইল যে তাঁহার বিপক্ষদলের কেহই তাঁহার অধীনে কোন কর্ম্ম পাইবেন না।

ইতিমধ্যে বলভদ্রের সম্রাট্‌ সর্ব্বদাই আমাদের সম্রাটকে তিরস্কার করিবার জন্য দূত পাঠাইতেন। দূতদ্বারা বলিয়া পাঠাইতেন, যে তিনি ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করতঃ অতীব গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছেন ; আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত একজন প্রধান নৈয়ায়িক ও ভবিষ্যদ্বক্তার উপদেশের বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন। ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, যে যাহাদের এই পুস্তকে দৃঢ় বিশ্বাস আছে তাহারা সকলেই সুবিধার দিক হইতে ডিম্ব কাটিবে, অর্থাৎ বড় দিক হইতে কাটিবে। এই বিষয়ের সপক্ষ হইয়া যাহারা অবাক্‌পুরী হইতে বলভদ্রে গিয়াছিল, তাহাদের সকলকেই তথাকার সম্রাট্‌ বহু সমাদর করিতেন।

এইরূপে দেড় বৎসর হইল দুই রাজ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ইহার মধ্যে আমাদের ৪০ খান যুদ্ধপোত, অনেক ক্ষুদ্র জাহাজ ও ৩০০০০ সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে। শত্রুপক্ষীয়দেরও অনেক ক্ষতি হইয়াছে। যাহাহউক এক্ষণে বলভদ্রেরা বহুসংখ্যক যুদ্ধপোত ও সৈন্যাদি লইয়া আমাদের আক্রমণার্থে আসিতেছে। আমাদের মহারাজ আপনার সাহস ও বলের উপর অনেক নির্ভর করেন, তিনি আমার দ্বারা এবিষয় আপনাকে বলিয়া পাঠাইলেন।

ইহা শুনিয়া আমি কহিলাম, যে মহারাজের প্রতি আমার যা কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা আমি অবশ্যই করিব ; কিন্তু

আমি বিদেশী, আমার এরূপ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ভাল দেখায় না। আমি আমার জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে আমি তাঁহাকে ও তাঁহার রাজ্যকে সকল প্রকার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিব।

পঞ্চম অধ্যায়।

বলভদ্র দেশ একটি দ্বীপ। একটি খাল, প্রায় ১০০০ হস্ত প্রস্থ, অবাক্‌পুরী ও বলভদ্র এই দুই দেশকে বিভিন্ন করিয়াছে। যদিও ঐ খাল আমি কখন দেখি নাই, তথাপি পাছে বলভদ্রদেশীয়েরা আমাকে দেখিতে পায় এই আশঙ্কায় আমি উহা দেখিতে যাইতাম না। তাহারা অদ্যাবধি আমার আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করে নাই; কারণ, যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া অবধি এই দুই রাজ্যের মধ্যে পরস্পর কথাবার্ত্তার চলাচল বন্ধ হইয়াছিল। আমি বিপক্ষদলের সমুদয় যুদ্ধপোত আক্রমণার্থে একটি কল্পনা করিয়াছিলাম তাহা সম্রাট্‌কে জানাইলাম। বিপক্ষীয়েরা যুদ্ধপোত সকল উত্তম বাতাস পাইলেই ছাড়িবে বলিয়া নঙ্গর করিয়া বসিয়াছিল। আমি এক জন নাবিককে জিজ্ঞাসা করাতে অবগত হইলাম যে খালের মধ্যস্থলের গভীর ৪ হস্ত ও অন্যান্য স্থানের গভীর ৩ হস্ত, ইহার ঊর্দ্ধ্ব কোথাও গভীর নাই। ইহা শুনিয়া আমি উত্তরপূর্ব্বদিকে বলভদ্রের আড় পারে গমন করিলাম। তথায় একটি ছোট পাহাড়ের অন্তরালে লুকাইয়া শত্রুদিগের জাহাজ দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম যে ৫০ খানি বড় বড় যুদ্ধপোত ও

অন্যান্য অনেকগুলি ছোট ছোট জাহাজ রহিয়াছে; দেখিয়া আমি গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম এবং হুকুম দিলাম, যে শক্ত রকমের অনেকগুলি জাহাজ-বাঁধা কাছি ও লৌহ শলাকা আমার নিকটে আনীত হয়।

রাজা পূর্ব্বেই আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে বিপক্ষীয়দের পরাজয় জন্য আমার যাহা যাহা আবশ্যক হইবে হুকুম মাত্র তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইব। কাছি ও লৌহ শলাকা উপস্থিত হইল। কাছি তাস সূত্রের সদৃশ ও লৌহগুলি সূচিকার তুল্য। আমি তিন গাছি করিয়া সূত্র একত্রে পাকাইলাম ও লৌহশলাকা তিনটি করিয়া একত্র করিয়া অগ্রভাগ বক্র করতঃ হুকের ন্যায় করিলাম। এইরূপে ৫০ গাছি রজ্জু ও ৫০টি হুক নির্ম্মাণ করিয়া প্রত্যেক রজ্জুতে একটি করিয়া হুক বন্ধন করিলাম। তাহার পর পুনরায় উত্তরপূর্ব্বদিকে গমন করিয়া গাত্রের বস্ত্রাদি খুলিয়া কেবল চামড়ার একখানি পাদাচ্ছাদন (ইজার) পরিধান করতঃ জলে নামিলাম। কিঞ্চিৎ হাঁটিয়া গিয়া মধ্য স্থলে খানিক দূর সন্তরণ করিতে হইল; পরে আবার মাটি পাইয়া হাঁটিয়া গিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে শত্রুদের নিকট উপস্থিত হইলাম। শত্রুরা আমাকে দেখিবামাত্র মহাভীত হইল; অনেকেই জাহাজের উপর হইতে জলে ঝাঁপ দিয়া সন্তরণ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। আমি হুকগুলি বাহির করিয়া প্রত্যেক যুদ্ধপোতে একটি করিয়া লাগাইয়া

দিলাম। তাহারা আমার উপর অনবরত তীরবর্ষণ করিতে লাগিল; আমি কিছুই গ্রাহ্য করিলাম না। চক্ষু নষ্ট হইবার আশঙ্কায় চসমা খানি দৃঢ়রূপে নাসিকার উপর বসাইয়া দিলাম। তাহার পর তাহাদের নঙ্গরের রজ্জু গুলি একটী একটী করিয়া সব কাটিয়া দিলাম। পুনরায় জাহা-জের সম্মুখে আসিয়া, হুকের দড়ি গুলির অগ্রভাগ সকল একত্রে বন্ধন করিয়া, সচ্ছন্দে ৫০ খানি জাহাজ টানিয়া আনিতে লাগিলাম।

বলভদ্রীয়েরা আমি কি করিব কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়াছিল। প্রথমে তাহারা বিবেচনা করিয়াছিল যে আমি নঙ্গর কাটিয়া তাহাদের ছাড়িয়া দিব। কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে আমি জাহাজ সকল রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছি তখন তাহারা জীবনাশায় নৈরাশ হইয়া ভয়েতে এরূপ চীৎকার করিয়া উঠিল, যে বাক্যের দ্বারা তাহা বর্ণনা করা যায় না। যখন আমি মাটি পাইলাম তখন ঐ মলম, যাহার বিষয় পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, তাহা লইয়া ক্ষত স্থানে রগড়াইয়া দিলাম। তাহার পর চসমা খুলিয়া ফেলিলাম ও এক ঘণ্টাকাল ভাঁটার জন্য অপেক্ষার পর নিরাপদে অবাক্‌পুরীর রাজবন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সম্রাট্ ও তাঁহার সভাসদ্গণ সকলেই আমার অপেক্ষায় উপকূলে দাঁড়াইয়াছিলেন।

যখন আমি খালের মধ্যস্থল দিয়া আসিতেছিলাম তখন কেবল আমার মস্তকটী জলের উপর ছিল, সর্ব্ব-শরীর জলের ভিতর ছিল। সম্রাট ও তাঁহার সঙ্গীগণ আমাকে না দেখিতে পাইয়া বিবেচনা করিলেন যে আমি জলমগ্ন হইয়াছি; শত্রুদিগের যুদ্ধপোত সকল সন্ধির নিমিত্ত আসিতেছে। কিন্তু তাঁহাদের সে আশঙ্কা দূর হইল; আমাকে জাহাজ সহিত কূল আসিতে দেখিয়া তাঁহারা পরম আহ্লাদিত হইলেন। কূল পাইবামাত্র আমি "আমাদের সমৃদ্ধশালী সম্রাট্ দীর্ঘজীবী হউন্" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলাম। সম্রাট্ আমাকে মহা সমাদরে ও প্রশংসার সহিত অভ্যর্থনা করিলেন ও তদ্দেশীয় প্রধান সম্মান সূচক উপাধি দিলেন।

রাজা ইচ্ছা করিলেন, যে আমি অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিয়া শত্রুদিগের অবশিষ্ট জাহাজ সকল রাজবন্দরে লইয়া আসিব। রাজা এতদূর আশা করিতে লাগিলেন, যে তিনি বলভদ্র রাজ্য হস্তগত করিয়া সার্ব্ব-ভৌম সম্রাট হইবেন ও তাহাদের বলপূর্ব্বক ডিম্বের ছোট দিক কাটাইবেন। আমি তাঁহার ইচ্ছায় সম্মত হইলাম না। অনেক প্রকার রাজনীতি ও ন্যায় দর্শাইয়া বলিলাম, যে আমি স্বাধীন লোকদিগকে দাসত্বে আনিবার হেতু হইতে পারিব না। যখন রাজসভায় এবিষয় লইয়া বিচার চলিতে ছিল তখন সভাস্থ প্রধান প্রধান লোক ও রাজমন্ত্রীগণ

আমার মতের পোষকতা করিলেন। কিন্তু রাজা ও রাজ-সভাস্থ আমার বিপক্ষীয়েরা, তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধাচরণ করাতে, আমাকে গোপনে বধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এইরূপ বিবাদের তিন সপ্তাহ পরে সন্ধিস্থাপনার্থে বলভদ্র হইতে রাজদূত আসিয়া উপস্থিত হইল। শীঘ্রই আমাদের রাজার সুবিধামতে সন্ধিস্থাপন হইল। বলভদ্র হইতে ছয় জন রাজদূত আসিয়াছিল। তাহারা সন্ধি-স্থাপনের পর আমার সহিত সাক্ষাৎ করতঃ আমার বলের ও সাহসের সুখ্যাত করিতে লাগিল; ও যাইবার কালীন আমাকে তাহাদের রাজার নিমন্ত্রণ জানাইল ও কহিল " আমাদের রাজা আপনার সাহস ও বলের অদ্ভুত কার্য্য সকল শ্রবণ করিয়াছেন, কিন্তু কখন দেখেন নাই, অধুনা তিনি তাহা দেখিতে বড় ইচ্ছা করেন।" আমি তাহাতে সম্মত হইলাম এবং বলভদ্রদেশে গমন ও করিয়াছিলাম। সেখানে যে যে ব্যাপার হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়া পাঠকবর্গকে বিরক্ত করিতে চাহি না।

দূতগণের সহিত বহুবিধ মিষ্টালাপের পর, তাহাদের প্রত্যাগমন সময়ে, রাজাকে আমার সেলাম জানাইতে কহিলাম ও তাহাদের নিকট অঙ্গীকার করিলাম, যে আমি স্বদেশে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই তাহাদের রাজার নিকট গমন করিব।

পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ থাকিবে, যে আমার মুক্তির সময়ে আমার সহিত যে সন্ধিস্থাপন হইয়াছিল তাহা আমার পক্ষে দাসত্বভাবের বোধ হওয়াতে আমি তাহাতে অনিচ্ছা পূর্ব্বক সম্মত হইয়াছিলাম। এখন তদ্দেশীয় প্রধান উপাধি পাওয়াতে আমার সন্ধির নিয়মগুলি আরও অপমান সূচক বোধ হইতে লাগিল। আমি নিয়ম অতিক্রম করিতে লাগিলাম, কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে রাজা আমাকে তজ্জন্য কিছুই বলিতেন না।

কিছুদিন পরে আমা হইতে রাজার একটি মহৎ উপকার হইয়াছিল। একদিন রাত্র দ্বিপ্রহরের সময়ে আমি যখন নিদ্রাগত ছিলাম, হটাৎ এক মহৎ কোলাহলে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। শুনিলাম, যে শত শত লোক আমার দ্বারে আঘাত করিতেছে ও "কুমার কুমার" (অগ্নি) বলিয়া চীৎকার করিতেছে। আমি প্রথমে ভীত হইয়াছিলাম; কিন্তু পরক্ষণেই কতকগুলি প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী, জনতা ঠেলিয়া আমার নিকট আসিয়া কহিল, "মহাশয় শীঘ্র আসুন, মহাশয় শীঘ্র আসুন রাজবাটীতে অগ্নি লাগিয়াছে।" রাণীর একজন সহচরী পুস্তক পাঠ করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়াছিল, তথাকার দীপের অগ্নি লাগিয়া রাজবাটী প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে।

আমি দ্রুতবেগে গমন করিয়া রাজবাটীতে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম যে রাজবাটী জ্বলিতেছে, দুঃখীলো-

কেরা কলসী কলসী করিয়া জল আনিয়া ঢালিয়া দিতেছে কিন্তু কিছুই হইতেছে না। আমি প্রথমে তাহাদের নিকট হইতে কলসী লইয়া জল ঢালিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুই হইল না। তখন অন্য কোন উপায় ভাবিতেছি ইত্যবসরে আমার প্রস্রাবের পীড়া উপস্থিত হইল। আমি তৎক্ষণাৎ উপস্থিত বুদ্ধিমত অগ্নির উপর মূত্রত্যাগ করিতে লাগিলাম। এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সমুদায় অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গেল। আর কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলেই রাজবাটী ভস্মীভূত হইয়া যাইত। পাঠক মহাশয় আমার এরূপ নিঘৃণ ব্যবহারে বিরক্ত হইবেন না কিম্বা ঘৃণায় নাসিকা সিকায় তুলিবেন না; এরূপ উপস্থিত উপায় অবলম্বন না করিলে রাজবাটী কখনই রক্ষা হইত না। রাজবাটী রক্ষা হইল; যে সকল গৃহ বহুদিনে ও বহুযত্নে নির্ম্মাণ হইয়াছিল তাহা অগ্নি হইতে রক্ষা পাইল।

প্রভাতে আমি রাজার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। যদিও আমি জানিতেছি যে রাজবাটী রক্ষা করাতে একটি মহৎ উপকারের কার্য্য করিয়াছি তথাপি প্রস্রাবদ্বারা ঐ কার্য্য সমাধা করাতে আমার ভয় হইতে লাগিল, যে সম্রাট হয়ত আমার কঠিন দণ্ড বিধান করিবেন। শীঘ্রই রাজার নিকট হইতে সম্বাদ আসিল, যে তিনি রাজসভায় আমাকে ক্ষমা করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু আমি গুপ্তভাবে শুনিলাম যে রাণী

আমার উপর অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার নিজ গৃহ হইতে রাজ বাটীর একপার্শ্বস্থ অন্য গৃহে গমন করিয়াছেন, ও কহিয়াছেন যে ঐ সকল গৃহে তিনি আর থাকিবেন না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অবাক্‌পুরীর লোকেরা যেরূপ বৃহৎ সেই পরিমাণে তদ্দেশীয় সকল বস্তুই বৃহৎ। বড় বড় অশ্ব ৫। ৬ অঙ্গুলি উচ্চ, ভেড়া, ২ অঙ্গুলি, রাজহংসগণ, অস্মদ্দেশীয় চড়াই পক্ষী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র। অনেক বস্তু এত ক্ষুদ্র যে আমি তাহাদের ভাল রূপ দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু তদ্দেশীয়েরা তাহাদের চক্ষুর তীক্ষ্ণতায় স্পষ্ট দেখিতে পায়। একটি যুবতী স্ত্রীলোক কাপড় শেলাই করিতেছিল; আমি তাহার সূচ ও সুতার কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

আমি এক্ষণে ইহাদের বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিব। ইহাদের ভাষা অনেকাংশে সম্পূর্ণ; কিন্তু ইহাদের লিখিবার ধরণ বড় আশ্চর্য্য প্রকার, ইহারা বাঙ্গালী কিম্বা ইংরাজদিগের মত বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে লিখিয়া যায় না, আরবীয়দের ন্যায় দক্ষিণ হইতে বামে লিখে না, কিম্বা চীনদেশীয়ের মত উপর হইতে ক্রমেক নিম্নে লিখে না; ইহারা পত্রের এক কোণ হইতে তাহার বিপরীত কোণে লিখিয়া যায়।

তাহারা মৃতদেহ গোর দিবার কালীন, মস্তক অধঃ ও পদদ্বয় উর্দ্ধ করিয়া গোর দেয়। এরূপে গোর দিবার

হেতু এই যে তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যে ৪৫৮ বৎসর ৪ মাস পরে তাহারা পুনরায় সকলে গোর হইতে উঠিবে। তাহাদের মতে পৃথিবী চেপ্‌টা ও সমভূমী ; যখন পুনরায় সকলে উঠিবে তখন পৃথিবী উল্‌টাইয়া যাইবে, সুতরাং তখন তাহারা পদদ্বয়ের উপর ভর দিয়া ঠিক দাঁড়াইয়া উঠিবে। তদ্দেশীয় বিদ্বানেরা, এ মত, অসম্ভব বোধে বিশ্বাস করেন না ; কিন্তু গোর দিবার এরূপ প্রথা বহুকালাবধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

এই রাজ্যের শাসন প্রণালী বড় আশ্চর্য্য প্রকারের ; কোন দেশের ব্যবস্থার সহিত মিল হয় না। রাজ্যসম্বন্ধে দোষী ব্যক্তি কঠিন দণ্ড প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু যদি সে ব্যক্তি কোন উপায়ে আপনার নির্দ্দোষিতা স্পষ্ট প্রমাণ করিতে পারে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি তাহার উপর দোষারোপ করিয়াছিল তাহার তৎক্ষণাৎ প্রাণ দণ্ড হয়। কেবল যে প্রাণদণ্ড হয় তাহা নহে, তাহার স্থাবর, অস্থাবর যাহা কিছু ধনসম্পত্তি থাকে তাহা হইতে নির্দ্দোষী ব্যক্তি তাহার অপমান ও কষ্টের জন্য চতুর্গুণ অর্থ প্রাপ্ত হয়। যদি তদুপযোগী ধন না থাকে তাহা হইলে রাজভাণ্ডার হইতে নির্দ্দোষীর ক্ষতিপূরণ করা হয়। তখন সম্রাট রাজ্যমধ্যে তাহার নির্দ্দোষিতার বিষয় প্রচার করিয়া দেন ও তাঁহার অনুগ্রহের বিশেষ চিহ্ন স্বরূপ তাহাকে কোন উপাধি প্রদান করেন। তদ্দেশীয় লোকেরা চুরি অপেক্ষা জুয়া-

চুরির অধিক দণ্ড বিধান করেন। জুয়াচোরদিগের প্রায়ই প্রাণদণ্ড হয়। তাহারা বলে, যে সাবধানে থাকিলে চুরি নিবারণ হইতে পারে, কিন্তু জুয়াচুরিব সাবধান নাই; জুয়া-চোরেরা নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া সৎ ব্যক্তি-দিগকে ঠকাইয়া লয়, সৎ ব্যক্তিরা তাহা বুঝিতে পারে না। অবাক্‌পুরীস্থদিগের আরও একটি অদ্ভুত আইন আছে। যে ব্যক্তি তিন বৎসর উত্তমরূপে রাজ নিয়ম সকল প্রতি-পালন করিতে পারেন তিনি আইনজ্ঞ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাহাদের ধর্ম্মাধিকরণে ন্যায়ের একটি প্রতিমূর্ত্তি আছে; তাঁহার ছয়টি চক্ষু মস্তকোপরে, সম্মুখে দুইটি, পশ্চা-দ্ভাগে দুইটি ও দুই পার্শ্বে দুইটি; দক্ষিণ হস্তে একটি সুবর্ণপূর্ণ থলে ও বাম হস্তে একখানি তরবারি। দক্ষিণ হস্তে সুবর্ণ থলিয়া লওয়াতে এই প্রতীয়মাণ হইতেছে, যে তিনি দণ্ডাপেক্ষা পুরস্কার ভাল বাসেন।

কোন কর্ম্মে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে হইলে তাঁহারা তদ্বিয়য়ে তাহার পারকতা না দেখিয়া অগ্রে তাহার সততা ও সদ্ব্যবহার দেখিয়া থাকেন; কেবল শিক্ষকদিগের ও যে সকল কর্ম্মে বিশেষ শিক্ষা আবশ্যক ঐ সকল কর্ম্ম-চারীদিগের পারকতা দেখিতেন। তাঁহারা বলেন যে মনু-ষ্যদিগের সকলকেই ঈশ্বর এক প্রকার বুদ্ধি ও বিচারশক্তি দিয়াছেন, সকলেই ভাল মন্দ সহজ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারে। অস্বাভাবিক বুদ্ধি ও জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি কদাচ দুই একটি

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। সেই জন্য তাঁহারা সততার উপর অধিক দৃষ্টিপাত করেন।

তাহাদের জ্ঞান আছে, যে যে সকল ব্যক্তির পরমেশ্বরের উপর বিশ্বাস ও ভক্তি নাই তাহারা কোন মতেই কোন রাজকার্য্যের উপযুক্ত হইতে পারে না; এই হেতু তাহাদের কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করাও হয় না। কারণ, যখন রাজা স্বয়ং আপনাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া জানেন তখন যাহার সেই ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস নাই তাহাকে তিনি কিরূপে রাজকর্ম্মে নিয়োগ করিতে পারেন। পূর্ব্বোক্ত প্রণালী এবং আমি নিম্নে যাহা বলিব তাহা যে কেবল আধুনিক প্রথা ও অদ্যাবধি প্রচলিত আছে তাহা নহে, ইহা তথাকার পুরাতন প্রথা, বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছে বলিয়া অদ্যাবধি ইহার অনেক চিহ্ন দৃষ্ট হয়; এক্ষণে ইহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাঁশবাজীতে পারদর্শিতা, যাহাতে প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীরা বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন, ও ছড়ি উল্লঙ্ঘনাদি ক্রীড়া, যাহার বিষয় পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ঐ সকল ক্রীড়া আমাদের বর্ত্তমান রাজার পিতামহ কর্ত্তৃক প্রথমে সৃষ্টি হইয়াছিল। অদ্যাবধি তাহা চলিতেছে, বরং তদপেক্ষা এবিষয়ে আধুনিক লোকদের উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়াছে।

অবাক্‌পুরবাসীগণের মধ্যে কৃতঘ্নতা একটি বধার্হ দোষ

বলিয়া গণিত। তাঁহারা বলেন, যে যে ব্যক্তি তাঁহার উপকারীর প্রত্যুপকারে সম্মত হয়েন না, বরং তদ্বিপরীতে তাঁহার অপকারে উদ্যত হন, তিনি অবশ্যই মনুষ্যমাত্রের শত্রু হইবেন। অতএব এরূপ মনুষ্যের মৃত্যুই শ্রেয়।

আমি এক্ষণে অবাক্‌পুরীস্থ ব্যক্তিদিগের আপন আপন সন্তানগণের প্রতি আচরণের কথা কিঞ্চিৎ বলিব। তাঁহারা অন্যান্য জীব জন্তুর ন্যায় স্ত্রীপুরুষে একত্রে বাস করেন এবং সন্তান গণের প্রতি স্বভাবজাত স্নেহও করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা স্বয়ং সন্তানগণকে তত্ত্বাবধারণাদি দ্বারা প্রতিপালন করেন না। তাঁহারা তাহাদের বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দেন, তথায় শিক্ষকেরা রীতি নীতি, ভদ্রতা, নম্রতা, বিদ্যা প্রভৃতি সমুদায় শিক্ষা করাইয়া পিতা মাতার নিকট পাঠাইয়া দেন। বালক ও বালিকাগণের নিমিত্ত এইরূপ নানাপ্রকার বিদ্যালয় ছিল। কোন কোন শিক্ষক, বালকগণকে বিদ্যা ও সৎস্বভাবে পিতার অনুযায়ী করণে ও তাঁহাদের অভিলাষমত শিক্ষা দানে অতিশয় উপযোগী। আমি প্রথমে বালকবিদ্যালয়ের বিষয় কিঞ্চিৎ বলিব পশ্চাৎ বালিকা বিদ্যালয়ের বিষয়ে প্রবৃত্ত হইব।

ধনবান ও মহৎ লোকের পুত্রগণের শিক্ষার নিমিত্ত যে বিদ্যালয় তাহাতে বিদ্বান ও উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত থাকিত। তথায় বালকগণের পরিধেয় বস্ত্রাদি ও খাদ্যসামগ্রী সামান্য রকমের প্রদত্ত হইত। শিক্ষকেরা ছাত্র-

গণকে ভদ্রতা, নম্রতা, সভ্যতা, সাহস ও স্বদেশপ্রিয়তার বিষয় শিক্ষা দিতেন। বালকেরা সর্ব্বদাই কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত, কেবল আহার ও নিদ্রার নিমিত্ত কিছু সময় পাইত। ক্রীড়ার্থে প্রত্যহ দুই ঘণ্টা ছুটী পাইত, কিন্তু সে সময়ে স্বাস্থ্যবর্দ্ধক ক্রীড়া ভিন্ন অন্য কোন ক্রীড়ায় তাহারা প্রবৃত্ত হইত না। চারি বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অনুচরেরা বালকগণের পরিধেয় পরাইয়া দিত, তাহার পর তাহারা স্বয়ং বস্ত্র পরিধান করিত। বৃদ্ধা দাসীরা তাহাদের বিষ্ঠা পরিস্কারাদি নীচ কার্য্য সম্পন্ন করিত। বালকগণের, ভৃত্যগণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার হুকুম ছিল না। ক্রীড়ার্থে তাহারা যখন দলবদ্ধ হইয়া ক্রীড়াক্ষেত্রে যাইত তখন কোন শিক্ষক কিম্বা তাঁহার সহকারী তাহাদের সঙ্গে থাকিত, তাহাতে বালকেরা কোন অহিতাচরণ করিতে পারিত না। পিতামাতা, বৎসরে আপন আপন পুত্রদের দুইবার দেখিতে পান, কিন্তু এক ঘণ্টার অতিরিক্ত থাকিতে পান না, কিম্বা বালকগণের সহিত চুপি চুপি কিছু বলিতে পান না। শিক্ষক তাঁহাদের নিকটে থাকিতেন ও সকল শুনিতেন। পিতামাতা বালকগণকে চুম্বন করিতে পাইতেন, কিন্তু কোন খাদ্যদ্রব্য কিম্বা ক্রীড়াদ্রব্য দিবার হুকুম ছিল না। বালকগণের শিক্ষা ও প্রতিপালনার্থে নির্দ্ধারিত অর্থদানে বিলম্ব হইলে রাজকর্ম্মচারী হইতে তাহা প্রদত্ত হইত।

মধ্যবিৎ গৃহস্থ লোকদের পুত্রগণের নিমিত্ত কিম্বা বাণিজ্য ব্যবসায়ী লোকের পুত্রগণের নিমিত্ত যে বিদ্যালয়, তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শিক্ষাদান করা হইত, কিন্তু ঐরূপ উত্তম প্রকারে নহে, কিঞ্চিৎ অপেক্ষাকৃত ন্যূন। বাণিজ্য শিক্ষার্থীদিগকে, একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে বাণিজ্য ব্যবসায়ীর নিকটে পাঠান হইত, তথায় তাহারা পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ঐ ব্যবসায় শিক্ষা করিত।

বালিকা বিদ্যালয়েও প্রায় বালকদিগের মত বালিকা-দিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। তাহাদেরও দাসীগণেরা পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত পরিধেয় পরাইয়া দিত। যদি প্রকাশ হইত যে পরিচারিকাগণ বালিকাদিগের নিকট ভয়জনক গল্প কিম্বা বৃথা গল্প করিয়াছে, তাহা হইলে তাহাদের তিন বার নগর ভ্রমণ করাইয়া বেত্রাঘাত করা হইত, এক বৎসর কারাগার বাসের হুকুম হইত এবং এক জনশূন্য দেশে নির্ব্বাসিত করা হইত। এইরূপে বালিকারা ভীতস্বভাবা না হইয়া পুরুষের ন্যায় সাহসী হইত। কোন অলঙ্কারাদি ভাল বাসিত না, কেবল ভদ্রতা ও পরিস্কার আচার ভাল বাসিত। স্ত্রীপুরুষের শিক্ষা বিষয়ে অন্য কোন বৈপরিত্য ছিল না, কেবল স্ত্রীলোকেরা কঠিন ব্যায়ামক্রীড়ায় অসমর্থা ছিল। তথাকার লোকদের উদ্দেশ্য যে স্ত্রীলোকেরা বুদ্ধিমতী ও সৎস্বভাবা হয়। কন্যা দ্বাদশবর্ষীয়া হইলে পিতামাতা তাহাকে বিদ্যালয়

হইতে গৃহে আনয়ন করিয়া বিবাহ দিতেন। মধ্যস্থ লোকদের কন্যাগণের নিমিত্ত যে বিদ্যালয় তাহাতে তাহাদের উপযোগী নানাবিধ কার্য্য শিক্ষা করান হইত। তাহারা একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে থাকিত।

কুটীরবাসী ও কায়িক শ্রমজীবী লোকেরা তাহাদের পুত্রগণকে গৃহেই রাখিত, বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিত না। তাহারা গৃহে থাকিয়া ভূমি খননাদি কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিত, তাহাদের অন্য শিক্ষার কোন আবশ্যক ছিল না। বৃদ্ধ কিম্বা রোগগ্রস্ত দুঃখীলোকদের নিমিত্ত হাঁসপাতাল স্থাপিত ছিল, তাহারা তথায় থাকিত; কারণ, ভিক্ষা এদেশে অজ্ঞাত ছিল, কেহই ভিক্ষা করিত না।

আমি এদেশে ৯ মাস ১৩ দিন ছিলাম। কিরূপে এই কয় দিবস এখানে বাস করিয়াছিলাম পাঠকবর্গে বোধ হয় তাহার বিবরণ শুনিতে উৎসুক হইয়াছেন। নিতান্ত আবশ্যক বোধে আমি রাজউদ্যানের বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া একটি টেবিল ও একখানি কেদারা প্রস্তুত করিয়াছিলাম। আমার বিছানা ও টেবিলের আস্তরণ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ২০০ কারিকর নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহারা, তথাকার সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত ও মোটা কাপড় লইয়া তাহা তিন চারি গুণ করিয়া, আস্তরণ প্রস্তুত করিয়াছিল। তথাপি আস্তরণ অতি সূক্ষ্ম হইয়াছিল, কারণ তাহাদের

সর্ব্বাপেক্ষা মোটা কাপড় আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম বস্ত্রাপেক্ষাও সূক্ষ্ম। তাহাদের কাপড়ের প্রত্যেক থান ২ হস্ত লম্বা ও প্রস্থে ৪ অঙ্গুলি পরিমিত। কারিকরেরা, আমি যখন শয়ন করিয়াছিলাম তখন আমার পরিমাণ লইয়াছিল। একজন আমার স্কন্ধের উপর দাঁড়াইল ও আর একজন আমার হাঁটুর কিঞ্চিৎ নিম্নে দাঁড়াইয়া দুইজনে একগাছি লম্বা সূত্র ধরিয়া আমার পরিমাণ লইল, তৃতীয় ব্যক্তি এক বুরুল লম্বা একটি পরিমাণ দণ্ড লইয়া ঐ সূত্রের পরিমাণ লইল। পরে তাহারা আমার হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের পরিধি পরিমাণ করিল এবং তাহা দ্বিগুণ করিয়া আমার মণিবন্ধের পরিধি অনুমাণ করিয়া লইল। এই রূপে আমার গ্রীবা ও কটিদেশের পরিধি ঠিক করিয়া লইল। পরে আমি আদর্শ জন্য আমার উপরকার জামা খুলিয়া ভূমিতে বিস্তারিত করিয়া রাখিলাম। তাহা দেখিয়া তাহারা ঠিক সেইরূপ একটি জামা প্রস্তুত করিয়া দিল। জামাটী দেখিতে যেন শত সহস্র তালিতে পরিপূর্ণ হইল।

আমার খাদ্য প্রস্তুতের জন্য পাচকেরা আমার গৃহের নিকট ছোট ছোট কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিল। তথায় তাহারা সপরিবারে বাস করিত এবং আমার জন্য খাদ্যসামগ্রী রন্ধন করিয়া দিত। আমি খাদ্য সমেত ২০টি পাচককে হস্তে করিয়া আমার টেবিলের উপর তুলিতাম। আর এক শত লোক নিম্নে দাঁড়াইয়া থাকিত; কতক-

গুলি লোক মাংসপূর্ণ পাত্র হস্তে করিয়া, কতকগুলি মদ্যপূর্ণ পাত্র স্কন্ধে করিয়া, দাঁড়াইয়া থাকিত। টেবিলের উপর যাহারা ছিল তাহারা আমার আবশ্যক মত খাদ্য নিম্ন হইতে রজ্জুদ্বারা উত্তোলন করতঃ আমাকে দিত। তাহাদের একপাত্র মাংস আমার ঠিক এক গ্রাস হইত এবং তাহাদের এক বৃহৎ পাত্রপূর্ণ মদ্য আমার এক কপোল পূর্ণ হইত। তাহাদের কর্ত্তৃক পাককৃত গোমাংস অতি সুস্বাদু বোধ হইত। এক দিন আমি একটা বৃহৎ গোযজ্ঞা পাইয়াছিলাম তাহা ভোজন সময়ে তিন খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করিতে হইয়াছিল, কিন্তু ঐরূপ আর কখন আমি প্রাপ্ত হই নাই। পরিচারকেরা আমাকে অস্থি সমেত মাংস ভক্ষণ করিতে দেখিয়া চমৎকৃত হইত। তাহা দের রাজহংস একটিকে আমি এক কবলেই ভক্ষণ করি তাম। ছোট ছোট পক্ষী সকলকে আমি ২০। ২৫টি করিয়া ছুরির অগ্রভাগে বিদ্ধন করতঃ ভক্ষণ করিলাম।

এক দিবস সম্রাট্ আমার ভোজনের বিষয় শুনিয়া ইচ্ছা করিলেন যে তিনি, তাঁহার স্ত্রীপুত্রের সহিত একত্রিত হইয়া, আমার সহিত একত্রে ভোজন করেন ও তদ্দ্বারা আমোদ লাভ করেন। এইরূপ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া এক দিন সম্রাট্ তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত আমার গৃহে ভোজনার্থে আগমন করিলেন। আমি তাঁহাদের সকলকে ক্রমে ক্রমে রাজাসন সহিত টেবিলের উপর

তুলিয়া আমার সম্মুখে বসাইলাম। তাঁহার শরীররক্ষ-কেরাও তাঁহার চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইল। ভোজন ব্যাপার আরম্ভ হইল। রাজার কোষাধ্যক্ষও তথায় উপস্থিত ছিলেন। আমি দেখিলাম যে তিনি আমার প্রতি অস-ন্তোষ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, কিন্তু আমি তাহা গ্রাহ্য না করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করিতে লাগিলাম। অধিক ভক্ষণ করিবার দুইটি কারণ ছিল, প্রথমতঃ আমার দেশের লোকদের আহার দেখাইবার জন্য ও দ্বিতীয়তঃ সকলকে চমৎকৃত করাইবার জন্য। কোষাধ্যক্ষ প্রথমাবধিই আমার বিপক্ষ, কেবল মুখে কিঞ্চিৎ আদর জানাইতেন। তিনি সম্রাটকে বলিতে লাগিলেন এক্ষণে ধনাগারের বড় দুরবস্থা এবং আমার খাদ্যের নিমিত্ত প্রায় দেড় কোটী সুবর্ণ মুদ্রা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। অতএব যত শীঘ্র সুবিধা হয় আমাকে এদেশ হইতে বহির্ভূত করাই শ্রেয়ঃ।

কোষাধ্যক্ষের স্ত্রী আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে আমাকে দেখিতে আসিতেন। কোষাধ্যক্ষ ইহা শুনিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণীর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। কতকগুলি মন্দলোক তাঁহাকে বলিয়াছিল যে তাঁহার স্ত্রী আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন ও একদিন গোপনে আমার গৃহে আসিয়াছিলেন। ইহা সমুদায়ই মিথ্যা, তাঁহার স্ত্রী আমাকে বন্ধুভাবে ভাল বাসিতেন তাহা সত্য, কিন্তু তিনি

কখন একাকিনী আমার গৃহে আগমন করেন নাই। তিনি যখনই আমার গৃহে আসিতেন তখনই তাঁহার সঙ্গে গাড়ীতে তাঁহার ভগিণী ও কন্যা প্রভৃতি তিন চারিজন থাকিত। আমার পরিচারকেরা সকলেই তাঁহাকে জানে, কেহ কখন তাঁহাকে একাকিনী আমার গৃহে আসিতে দেখে নাই। যখন কোন ব্যক্তি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত সম্বাদ পাইবামাত্র আমি তাহাদিগকে সমাদরে গাড়ী ও ঘোড়ার সহিত গ্রহণ করিয়া আমার টেবিলের উপর আমার সম্মুখে রাখিয়া দিতাম। এইরূপে কোন কোন সময়ে আমার টেবিলের উপর একেবারে লোক সমেত তিন চারি খানি গাড়ী থাকিত। আমি তাহাদের বিপদ নিবারণার্থে টেবিলের চতুর্দ্দিকে ৮ অঙ্গুলি পরিমিত উচ্চ কাষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া দিয়াছিলাম। যখন আমি কেদারায় বসিয়া একখানি গাড়ীর লোকদিগের সহিত কথোপকথনে ব্যস্ত থাকিতাম তখন অপর গাড়ীর সারথিরা আমার টেবিলের চতুর্দ্দিকে আস্তে আস্তে গাড়ী ভ্রমণ করাইত। এইরূপ কথোপকথনের সুখে আমি অনেক দিন অতিবাহিত করিয়াছিলাম। যদিও আমি তথাকার সর্ব্বোচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, যাহা কোষাধ্যক্ষও প্রাপ্ত হন নাই, তথাপি তিনি কোষাধ্যক্ষ হওয়াতে আমা হইতে উচ্চ পদে ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত সম্বাদ শুনিয়া অবধি কোষাধ্যক্ষ আমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে ভ্রূভঙ্গ করিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতেন।

শীঘ্রই আমি সম্রাটের অপ্রিয় হইতে লাগিলাম; কারণ, তিনি কোষাধ্যক্ষকে যথেষ্ট ভাল বাসিতেন, তাঁহার অশ্রদ্ধার কারণ হওয়াতে সম্রাটেরও অশ্রদ্ধার কারণ হইয়া উঠিলাম।

সপ্তম অধ্যায়।

আমার এই রাজ্য ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিবার পূর্ব্বে দুই মাসাবধি আমার বিপক্ষে কোন রূপ ষড়যন্ত্র হইতেছিল, আমি তাহা পাঠকবর্গকে নিম্নে জানাইতেছি।

একদিন যখন আমি বলভদ্রদেশের সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তথায় গমনের উদ্যোগ করিতেছিলাম তখন দৈবাৎ রাজসভার একজন মহামান্য লোক গুপ্তভাবে রাত্রিতে আমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কেদারায় বসিয়া আসিয়াছিলেন। কেদারা-বাহকেরা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিল। তিনি ইংরাজ-দিগের প্রথানুযায়ী প্রথমে আমার নিকট নাম লিখিয়া পাঠান নাই। আমি তাঁহাকে কেদারা সমেত হস্তে করিয়া আমার টেবিলের উপর রাখিলাম। পরে, রাত্র অধিক হওয়াতে গৃহদ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া আপন কেদারায় বসিলাম। তাঁহার মুখশ্রী দেখিয়া বোধ হইল যে তিনি আমাকে কোন গুরুতর বিষয় বলিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে এখানে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন "আমি আপনার জীবন সম্বন্ধে ও মান্য-সম্বন্ধে কিছু বলিব আপনি মনোনিবেশ ও ধৈর্য্যাবলম্বন

পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। অনেকবার সম্রাট্ গুপ্তভাবে সভাস্থ লোকদিগকে আহ্বান করতঃ আপনার বিষয়ে কিংকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে ছিলেন। দুই দিবস হইল তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

আপনি বিশেষরূপে অবগত আছেন, যে সম্রাটের যুদ্ধপোতাধ্যক্ষ আপনার এখানে আগমনাবধি আপনার বিপক্ষ, বিশেষ বলভদ্রদিগের সহিত যুদ্ধে আপনি জয়ী হওয়াতে আপনার উপর তাঁহার আরও অধিক বিদ্বেষ হইয়াছে, কারণ, তাঁহার নিজের কিঞ্চিৎ মানের লাঘব হইয়াছে। এক্ষণে তিনি আপনার অপর শত্রু কোষাধ্যক্ষের সহিত একত্রিত হইয়া আপনার উপর নানাবিধ দোষারোপ করতঃ অভিযোগের নিয়মাবলি নির্ব্বন্ধ করিয়াছেন।

ইহা শুনিয়া আমি এত অধৈর্য্য হইয়াছিলাম যে আমি তাঁহার কথার উপর কথা কহিবার উদ্যোগ করিতে ছিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে থামাইয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন।

“আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন তাহার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমি সেই সকল নিয়মাবলি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। আমি আপনার রক্ষার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু সকলই বিফল হইল।

নরপর্ব্বতের বিপক্ষে অভিযোগের নিয়মাবলি।

১ম নিয়ম। সম্রাট্ অবাক্‌পুরাধিপতির এইরূপ আজ্ঞা, যে যে কোন ব্যক্তি রাজবাটীর প্রাচীরবেষ্টিত সীমার ভিতর মূত্রত্যাগ করিবে সে বিশেষ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। নরপর্ব্বত রাজবাটীতে অগ্নি লাগিলে এই আজ্ঞা অতিক্রম করিয়া মহারাণীর গৃহের উপর মূত্রত্যাগ করতঃ অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়াছিলেন। অতএব তিনি দণ্ডার্হ।

২য় নিয়ম। যে ঐ নরপর্ব্বত যখন বলভদ্রের যুদ্ধ-পোত সকল অবাক্‌পুরীর রাজবন্দরে আনিয়াছিলেন তখন সম্রাট্ অবশিষ্ট পোত সমূহ আনিবার আজ্ঞা করাতে ও তাহাদের সকলকে বিনাশ করিয়া বলভদ্রদেশ তাঁহার হস্তগত করাইবার আজ্ঞা দেওয়াতে, তিনি, ঐ নরপর্ব্বত বিশ্বাসঘাতকের ন্যায়, বিক্রমশালী মহামান্য সম্রাটের আজ্ঞা অবহেলন করিয়া তাহাদের স্বাধীনতা ও নির্দ্দোষী জীবন নষ্ট করিতে অস্বীকৃত হইলেন। অতএব তিনি দণ্ডার্হ।

৩য় নিয়ম। যখন বলভদ্র হইতে রাজদূতগণ সন্ধি-স্থাপনার্থে আসিয়াছিল তখন তিনি, ঐ নরপর্ব্বত তাহাদের লইয়া বন্ধুভাবে আমোদ আহ্লাদ করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে তাহারা আমাদের শত্রু তথাপি তিনি তাহা-দের বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। অতএব তিনি দণ্ডার্হ।

৪র্থ নিয়ম। যে ঐ পূর্ব্বোক্ত নরপর্ব্বত অবিশ্বাসী প্রজার ন্যায় সম্রাটের মৌখিক অনুমতিতেই বলভদ্রদেশে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন; এবং তথায় গমন করিয়া তাহাদের সাহায্যদান ও উৎসাহদানের অভিপ্রায় করিয়াছেন। অতএব তিনি দণ্ডার্হ।

পূর্ব্বোক্ত কয়টি অভিযোগের প্রধান নিয়মাবলি আমি আপনাকে শুনাইলাম। আরও কতকগুলি সামান্য অভিযোগ আছে।

প্রথমতঃ আপনার বিপক্ষ কোষাধ্যক্ষ ও যুদ্ধপোতাধ্যক্ষ প্রভৃতি কতকগুলি লোক একত্র হইয়া কহিলেন যে নরপর্ব্বতকে তাঁহার গুরু অপরাধের নিমিত্ত অতিশয় যন্ত্রণার সহিত প্রাণদণ্ড করাই শ্রেয়ঃ। অতএব তাঁহার গৃহে রাত্রযোগে অগ্নি লাগাইয়া দেওয়া হউক। তৎকালীন তাঁহার গৃহের চতুষ্পার্শ্বে ২০০০০ লোক ধনুর্ব্বাণ সমেত দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহার উপর অনবরত বিষযুক্ত বাণ নিক্ষেপ করুক। আরও অধিক যন্ত্রণার নিমিত্ত তাঁহার অনুচরগণের প্রতি আদেশ হয় যে তাহারা তাঁহার শয্যার আস্তরণে বিষাক্ত রস ছড়াইয়া রাখে, তাহাতে নরপর্ব্বতের গাত্রের ত্বক্‌ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে ও অতিশয় কষ্টের সহিত মৃত্যু হইবে।

সকলে এ মতের পোষকতা করিল না অনেকেই ইহার বিরুদ্ধ হইল। সম্রাট ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ

করিলেন। তিনি কহিলেন যাহাতে প্রাণহানি না হয় এরূপ শাস্তি বিধান করা কর্ত্তব্য। ইহাতে সম্রাট পরম কারুণিক বলিয়া চতুর্দ্দিকে মহা সুখ্যাতি উঠিল। পরে সম্রাট্ তাঁহার প্রধান মন্ত্রীকে ডাকাইয়া এবিষয়ে যুক্তি বিধানের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী আপনার স্বপক্ষে অনেক বলিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, যে আপনার চক্ষু উৎপাটন করাই শ্রেয়ঃ তাহা হইলে সমুচিত শাস্তি বিধান হইবে। ইহাতে আপনার বিপক্ষেরা অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, এতদূর বিশ্বাসঘাতকের প্রাণদণ্ড না হইয়া কিরূপে অপর দণ্ডের বিধি হইতে পারে, এস্থলে প্রাণদণ্ডই সমুচিত দণ্ড। সম্রাট্ তথাপি ইহার অনুমোদন করিলেন না, তিনি শেষ সিদ্ধান্ত করিলেন যে চক্ষু উৎপাটন করাই শ্রেয়ঃ। প্রথমতঃ চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত হউক, পরে ক্রমে ক্রমে গুপ্তভাবে আহার কমাইয়া দিলে আপনিই জীর্ণ শীর্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে; তাহা হইলে তাহার মৃতদেহ পচিয়া দেশের ততদূর অহিতকারী হইবে না। এইরূপে মৃত্যু হইলে তৎক্ষণাৎ ৫। ৬ হাজার লোক শবের মাংস কাটিতে নিযুক্ত হইবে, এবং তাহা বহুদূরে লইয়া গিয়া কবর দেওয়া হইবে, তাহা হইলে দুর্গন্ধে দেশের কোন হানি হইবে না। তাহার কঙ্কাল দেশের একটি আশ্চর্য্যের স্বরূপ থাকিবে। এইরূপ দণ্ড নির্দ্ধারিত হইল।

তিন দিন পরে, আপনার বন্ধু রাজার প্রধান মন্ত্রী আসিয়া আপনাকে আপনার অপরাধ ও শাস্তির বিষয় সকল শ্রবণ করাইবেন ও কহিবেন, যে রাজার অদ্ভুত দয়া-গুণে আপনি অধিক দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন, কেবল চক্ষুদ্বয় উৎপাটনের দণ্ডবিধি হইল। আহার কমাইবার বিষয় গুপ্ত রাখিবার আজ্ঞা হওয়াতে তাহা আপনাকে জানাইবেন না; আর কহিবেন যে আপনি অবশ্য এই রাজদণ্ড কৃতজ্ঞতার সহিত সহ্য করিবেন। আপনার চক্ষু উৎপাটন সময়ে আপনি শয়ন করিয়া থাকিবেন এবং কতকগুলি লোক চক্ষুর উপর তীর বর্ষণ করিবে; ২০ জন রাজ চিকিৎসক তথায় উপস্থিত থাকিবে।

আমি আপনাকে সমুদয় বিষয় গুপ্তভাবে কহি-লাম আপনি আপনার বুদ্ধিবলে যাহাতে এরূপ শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি পান তাহাই করিবেন, আমি আর আপ-নাকে কি উপায় কহিব। এক্ষণে আমি যেমন গুপ্তভাবে আসিয়াছি সেইরূপেই গৃহে চলিলাম।"

তিনি চলিয়াগেলেন এবং আমি একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। এ আবার কি দণ্ড। উঃ! চক্ষু উৎ-পাটন! কি ভয়ানক দণ্ড। আমি পরে শুনিলাম যে এরূপ দণ্ডের প্রথা পূর্ব্বে এখানে প্রচলিত ছিল না, কেবল বর্ত্ত-মান রাজা প্রচারিত করিয়াছেন। শুনিলাম যে আমার এরূপ দণ্ডবিধান করিয়া সম্রাট্ তাঁহার নিজের দয়াগুণ

ও কোমল স্বভাবের পরিচয় দিয়া একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার অনেক সুখ্যাতি উঠিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ সেই বক্তৃতা মুদ্রিত হইয়া নগরমধ্যে প্রচারিত হইল। সম্রাটের প্রশংসার আর সীমা নাই; দেশ বিদেশে প্রশংসা ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু আমি তাঁহার কোন প্রশংসার কারণ দেখিতে পাইলাম না। আমি কখন কাহারও তোষামোদ করি নাই, কিম্বা বাল্যাবধি কোন তোষামোদ শিক্ষাও করি নাই; আমি ভ্রম বশতই হউক কিম্বা অন্য কারণেই হউক সম্রাটের কোন প্রশংসার কার্য্য দেখিতে পাইলাম না, বরং এরূপ কঠিন দণ্ডবিধানের আজ্ঞা হেতু তাঁহার নিষ্ঠুরতার স্পষ্ট প্রমাণ পাইলাম। আমি একবার ভাবিলাম, ভাল, দেখাই যাক্ না কি হয়, আবার ভাবিলাম যে আমার প্রতি এরূপ আচরণের যথোচিত প্রতিফল দেওয়া যাক্, প্রস্তর নিক্ষেপে উহাদের গৃহাদি সমুদায় ভগ্ন করিয়া ফেলি ও সকলকে বিনষ্ট করিয়া ফেলি। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হউক্। উহারা কখনই আমার সহিত যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিবে না। আবার ভাবিলাম না, এতদিন উহারা আমাকে অনেক যত্ন করিয়াছে, সর্ব্বোচ্চ উপাধি দান করিয়াছে উহাদের কোন অনিষ্ট করা উচিত নয়। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম, যে হই সময়ে বলভদ্র দেশে পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। আমি ত তন্নিমিত্ত রাজার

অনুমতি লইয়াছি তবে আর অন্য দিন অপেক্ষা না করিয়া অদ্যই যাত্রা করা যাউক। এই ভাবিয়া আমি সম্রাটের কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট একখানি পত্র পাঠাইলাম। কেবল এইমাত্র লিখিলাম, যে আমি পূর্ব্বেই বলভদ্র দেশে গমনের নিমিত্ত সম্রাটের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছি, আমি অদ্যই তথায় যাত্রা করিব পত্রদ্বারা নিবেদন করিলাম।

উত্তর অপেক্ষা না করিয়াই আমি তথায় গমনের উদ্যোগ করিলাম। আমার বস্ত্রাদি সমুদয় বস্তু শয্যার আস্তরণে বন্ধন করতঃ খালের দিকে গমন করিলাম। তথাকার একখানি যুদ্ধপোত আক্রমণ করিয়া তাহাতে রজ্জু বন্ধন করতঃ বস্ত্রাদি সমুদয় তদুপরি নিক্ষেপ করতঃ এক হস্তে রজ্জু ধারণ করিয়া কিয়দ্দূর সন্তরণ ও কিয়দ্দূর হাঁটিয়া বলভদ্রের রাজবন্দরে উপস্থিত হইলাম। তথায় রাজার আজ্ঞাতে তাঁহার অনুচরেরা আমার আগমন অপেক্ষা করিয়াছিল। তাহারা আমার সহিত দুই জন পথদর্শক নিযুক্ত করিয়া দিল। আমি তাহাদের হস্তোপরি তুলিয়া লইলাম। তাহারা আমাকে রাজধানীর পথ দেখাইতে লাগিল। ক্রমে আমি নগরদ্বারের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া রাজসকাশে আমার আগমন সম্বাদ পাঠাইলাম।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে আমার নিকট সম্বাদ আসিল, যে সম্রাট্ তাঁহার পরিবারবর্গ ও প্রধান প্রধান রাজকর্ম্ম-

চারীদিগের সহিত আমার অভ্যর্থনার্থ আগমন করিতেছেন। আমি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলাম। রাজা ও তাঁহার সঙ্গীগণ আমার অভ্যর্থনার্থ উপস্থিত হইল। আমি শয়ন করিয়া সম্রাট ও মহারাণীর হস্ত চুম্বন করিলাম ও কহিলাম, যে আমার অঙ্গীকারানুযায়ী আমি আমার রাজার অনুমতি লইয়া আপনার দর্শনার্থে আগমন করিয়াছি। অবাকৃপুরীর সম্রাট কর্ত্তৃক আমার অপমানের বিষয় কিছুই ব্যক্ত করিলাম না।

আমি, আমার প্রতি বলভদ্রদিগের সদ্ব্যবহারের বিষয় বর্ণনা করিয়া পাঠকবর্গকে বিরক্ত করিব না। আমার এখানে অন্য কোন কষ্ট হয় নাই, কেবল শয়নের সময় শয্যাস্তরণে গাত্র আচ্ছাদন করিয়া ভূমির উপর শয়ন করিতে হইত।

অষ্টম অধ্যায়।

আমার বলভদ্রে আগমনের তিন দিবস পরে একদিন আমি সমুদ্রোপকূলে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম, যে অনেক দূরে সমুদ্রোপরি এক খানি উলটান নৌকার ন্যায় কি একটি বস্তু ভাসিতেছে। আমি পাদুকা খুলিয়া সমুদ্রে অবতরণ করতঃ জল ভাঙ্গিয়া কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলাম, যে উহা ঝটিকাদ্বারা জাহাজভ্রষ্ট এক খানি পোত। আমি সম্রাটের বহুসংখ্যক নাবিক ও যুদ্ধপোত লইয়া বহু কষ্টে ও পরিশ্রমে নৌকাখানি রজ্জু নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা বন্ধন করতঃ উপকূলের নিকট আনিলাম। নৌকানয়নের বিশেষ বর্ণনা অনাবশ্যক বোধে তাহাতে বিরত হইলাম। সমুদ্রের তীরে নৌকা আসিলে নগরস্থ সমুদায় লোক উহা দেখিতে আসিল এবং নৌকার বৃহৎ আকার দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়া গেল। আমি সম্রাটকে কহিলাম যে সৌভাগ্যক্রমে আমি এই নৌকা পাইয়াছি, ইহাতে আরোহণ করিয়া আমি কোন রকমে আমার মাতৃভূমিতে গমন করিতে পারিব; অতএব আমি আপনার নিকট গৃহে গমনের আদেশ প্রার্থনা করি এবং প্রার্থনা করি যে আমার নৌকা আবশ্যকীয় দ্রব্যে পরিপূর্ণ

করিতে আপনার অনুচরদিগের প্রতি আদেশ হউক। রাজা প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন।

ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে, যে আমার বলভদ্রে আগমনাবধি অবাকৃপুরীর সম্রাট আমার নিকট আমার অপরাধের ও তজ্জন্য নির্দ্ধারিত দণ্ডের কোন সম্বাদ প্রেরণ করেন নাই। আমি গুপ্তভাবে জানিয়াছিলাম, যে সম্রাট্ জানিতেন যে আমি আমার অপরাধ ও তজ্জন্য নির্দ্ধারিত দণ্ডের বিষয় কিছুই শ্রবণ করি নাই, সেই জন্য তিনি এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, যে আমি তাঁহার আজ্ঞামতে বলভদ্রে গমন করিয়াছি, এবং অল্পদিন মধ্যেই তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে বহুদিবস গত হইল তথাপি আমি প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম না তখন তিনি কোষাধ্যক্ষ ও অপরাপর মন্ত্রীবরের সহিত পরামর্শ করিয়া বলভদ্রের সম্রাটের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দূতের উপর এই আদেশ হইল যে তিনি সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইয়া অবাকৃপুরীর সম্রাটের অনৈসর্গিক দয়ার পরিচয় দিয়া বলেন, যে রাজনিয়ম উল্লঙ্ঘনরূপ গুরুতর অপরাধ জন্য রাজাজ্ঞায় আমার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত হইবে এবং যদি আমি দুই ঘণ্টার মধ্যে অবাকৃপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন না করি তাহা হইলে আমি রাজদত্ত সর্ব্বোচ্চ উপাধি হইতে ভ্রষ্ট হইব। দূতের উপর আরও আদেশ হইল যে তিনি

সম্রাটের নিকট বলেন, যে দুই রাজ্যের পরস্পর সন্ধি ও বন্ধুতা রক্ষার্থে তিনি আমার হস্ত পদাদি দৃঢ় বন্ধন করতঃ আমাকে দণ্ডভোগার্থে অবাক্‌পুরীতে প্রেরণ করেন।

দূতমুখে সকল সমাচার অবগত হইয়া বলভদ্রের সম্রাট্ তিন দিবস অনেক বিবেচনার পর, ভদ্রতা ও নম্রতা-সূচক নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করিলেন। তিনি কহিলেন, যে আমাকে বন্ধন করতঃ অবাক্‌পুরীতে প্রেরণ করা অসম্ভব, ইহা কোন প্রকারেই হইতে পারে না। যদিও নর-পর্ব্বত আমার যুদ্ধপোত সমূহ একেবারে আক্রমণ করিয়াছিলেন তথাপি তিনি সন্ধিস্থাপন বিষয়ে আমার অনেক সাহায্য করিয়াছেন। যাহাহউক এক্ষণে এক উপায় হইয়াছে তাহাতে আমাদের দুই রাজ্যেরই কষ্ট দূর হইবে। নরপর্ব্বত সমুদ্রমধ্যে একখানি জাহাজ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতে আরোহণ করতঃ তিনি কিছু দিনের মধ্যেই স্বদেশাভিমুখে যাত্রার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি গমন করিলে দুই রাজ্যই দুষ্পোষ্য ভার হইতে মুক্ত হইবে।

উপরোক্ত উত্তর লইয়া রাজদূত অবাক্‌পুরীতে প্রত্যাগমন করিলে পর বলভদ্রের সম্রাট আমার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, যে যদি আমি তাঁহার দাসত্বে সম্মত হই তাহাহইলে তিনি আমার উপর দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া তাঁহার রাজ্যে আমাকে রাখিতে স্বীকৃত আছেন। যদিও সম্রাটের কথায় আমার প্রতীতি হইয়াছিল তথাপি

আমার রাজা কিম্বা রাজমন্ত্রীর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের আর সাহস হইল না। আমি তাঁহার অনুগ্রহ বাক্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতঃ দাসত্ব অস্বীকার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিলাম, যে যখন আমি আমার সৌভাগ্যেই হউক কিম্বা দুঃর্ভাগ্যেই হউক একখানি পোত পাইয়াছি তখন আমি বিক্রমশালী দুই রাজ্যের বিবাদের মধ্যে থাকা অপেক্ষা স্বদেশে গমন ভাল বিবেচনা করি। ইহাতে সম্রাট ও তাঁহার মন্ত্রীবর্গে আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

সম্রাটের সন্তোষ দেখিয়া আমি স্বদেশগমনার্থে আরও ত্বরা করিতে লাগিলাম। রাজাজ্ঞার পঞ্চশত কারিকর আমার নৌকার পাল নির্ম্মাণার্থে নিযুক্ত হইল। আমি তাহাদের দেখাইয়া দিতে লাগিলাম। তাহারা তথাকার শক্ত ও পুরু কাপড় ত্রয়োদশ স্তর করিয়া পাল নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। আমি স্বয়ং নৌকাবন্ধন রজ্জু নির্ম্মাণে নিযুক্ত হইলাম। তথাকার ২০।৩০ গাছি মোটা দড়ি একত্রে পাক দিয়া রজ্জু প্রস্তুত করিতে লাগিলাম। সমুদ্রতীরে অন্বেষণ করিতে করিতে একখানি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড প্রাপ্ত হইলাম, তাহা নঙ্গরের কার্য্য করিল। হাল এবং দাঁড় নির্ম্মাণার্থে আমি তথাকার বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ কাটিতে আরম্ভ করিলাম। সম্রাটের সূত্রধরেরা হাল ও দাঁড় পরিস্কার বিষয়ে আমার অনেক সাহায্য করিয়াছিল।

এইরূপে এক মাসের মধ্যেই আমি স্বদেশযাত্রার্থে

প্রস্তুত হইলাম এবং সম্রাটের অনুমতির নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিলাম। সম্রাট এবং তাঁহার পরিবারবর্গে, আমাকে বিদায় দিবার নিমিত্ত আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন। আমি সম্রাটের হস্ত চুম্বনার্থে শয়ন করিলাম। মহিষী এবং যুবরাজেরাও চুম্বনার্থে আমাকে হস্ত প্রদান করিলেন। সম্রাট আমাকে ৫০ থলিয়া সুবর্ণমুদ্রা দান করিলেন; এবং তাঁহার আকৃতির সর্ব্বাবয়বের একখানি চিত্র দান করিলেন। আমি মুদ্রা গ্রহণ করিলাম। এবং চিত্র খানি, নষ্ট হইবার আশঙ্কায় অতি যত্নে রাখিলাম।

সম্রাটের নিকট বিদায় লইয়া আমি খাদ্যদ্রব্যে নৌকা বোঝাই করিতে আরম্ভ করিলাম। আহারের নিমিত্ত ১০০ বৃষের ও ৩০০ মেষের মৃতদেহ ও তদুপযুক্ত রুটি, মদ্য ও জল সঙ্গে লইলাম। এবং চারি শত পাচক কর্ত্তৃক রন্ধিত মাংসও আহারের নিমিত্ত সঙ্গে লইলাম। আমি স্বদেশে লইয়া যাইবার নিমিত্ত ছয়টি করিয়া বৃষ, গাভী, মেষ ও স্ত্রীমেষ নৌকায় তুলিলাম; এবং তাহাদের খাদ্যের নিমিত্ত এক থলে তৃণ ও এক থলে শস্য লইলাম। আমার ইচ্ছা ছিল যে অবাক্‌পুরীর বার জন মনুষ্য স্বদেশে লইয়া যাই; কিন্তু সম্রাট কোন মতেই এবিষয়ে অনুমতি দিলেন না। তিনি আমার পকেট সকল দেখিতে চাহিলেন, পাছে আমি, তাঁহার কোন প্রজাকে পকেটে করিয়া লইয়া যাই। সম্রাট তাঁহার প্রজাদিগের সম্মতি সত্ত্বেও তাহাদের লইতে নিষেধ করিলেন।

এইরূপে স্বদেশযাত্রার্থে প্রস্তুত হইয়া আমি প্রাতঃকালে বেলা ছয়টার সময় নৌকা ছাড়িলাম। অনুমান ছয় ক্রোশ উত্তরাভিমুখে নৌকা বাহিয়া গিয়া আমি অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি দ্বীপ দেখিতে পাইলাম। ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া ঐ দ্বীপের এক পার্শ্বে নঙ্গর স্থাপন করিলাম। দ্বীপটি জনশূন্য বোধ হইল। আমি আহারাদি করিয়া নৌকাতেই শয়ন করিলাম। তথায় নিদ্রিত হইলাম। গাত্রোত্থান করিয়া দেখি যে যামিনী গতপ্রায়া, কেবল দুই ঘণ্টা মাত্র রাত্র অবশিষ্ট আছে। অতি প্রত্যূষে অরুণোদয়ের পূর্ব্বে আমি কিঞ্চিৎ মাংস ও রুটি আহার করিয়া নঙ্গর উত্তোলন করতঃ পুনরায় আস্তে আস্তে নৌকা ছাড়িলাম। পকেট হইতে দিক্‌নির্ণয় যন্ত্রটি বাহির করিয়া দিক্ নির্ণয় করতঃ কোন জ্ঞাতপূর্ব্ব দেশে গমনের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সমস্ত দিবস গত হইল তথাপি চতুর্দ্দিকে সমুদ্রজল ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

পরদিন অপরাহ্ণ সময়ে আমি একখানি পোত দেখিতে পাইলাম। মনে মনে মহা আনন্দ হইতে লাগিল। দেখিলাম, যে জাহাজ খানি দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে গমন করিতেছে। আমি ঠিক পূর্ব্বাভিমুখে যাইতে ছিলাম; নানাবিধ সঙ্কেতদ্বারা নাবিককে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহা কোন কার্য্যেরই হইল না। নাবিক কিছুই

দেখিতে ও শুনিতে পাইল না। অবশেষে অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে অনুকূল বায়ুর সাহায্যে ঐ জাহাজের নিকটে উপস্থিত হইলাম। তখন নাবিক আমাকে দেখিতে পাইয়া নিশান উড়াইতে ও বন্দুকের শব্দ করিতে লাগিল।

আমার আশা ছিল না, যে আমি পুনরায় স্বদেশ-গমনে কৃতকার্য্য হইব; কিন্তু এক্ষণে এই জাহাজ খানি পাওয়াতে আমার সে আশা বলবতী হইল। স্বদেশগমনে সক্ষম হইব বলিয়া যে আমার কতদূর আনন্দ হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। নাবিক জাহাজের বেগ সম্বরণ করাতে আমি সায়াহ্নসময়ে তাহার উপর উঠিলাম। জাহাজখানি স্বদেশীয় দেখিয়া আহ্লাদে আমার অন্তঃকরণ উচ্ছলিত হইতে লাগিল। আমার নৌকায় যাহা কিছু খাদ্য দ্রব্য ছিল তাহা জাহাজে তুলিলাম; এবং মেষ বৃষাদি জীব গুলি আমার পকেটের ভিতর রাখিলাম। জাহাজে পঞ্চাশ জন আরোহী ছিল; তাহার মধ্যে আমার একজন পুরাতন বন্ধুকে দেখিলাম। বন্ধু পোতাধ্যক্ষের সদ্গুণের বিষয় আমার নিকট কহিলেন। আমিও দেখিলাম যে পোতাধ্যক্ষ অতি সদ্ব্যক্তি বটেন। বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ও কোথায় যাইবে; আমি অবাক্‌পুরীর বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কহিলাম। তিনি আমাকে উন্মাদ বিবেচনা করিলেন; কিছুতেই আমার কথা বিশ্বাস করিলেন না। তাঁহার অবিশ্বাস

দেখিয়া আমি তৎক্ষণাৎ আমার পকেট হইতে মেষ, বৃষাদি বাহির করিয়া তাঁহাকে দেখাইলাম। তিনি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাহার পর আমি বলভদ্রদেশীয় সম্রাট কর্ত্তৃক প্রদত্ত সুবর্ণমুদ্রা ও তাঁহার সর্ব্বাবয়বের চিত্র খানি দেখাইলাম। তিনি আরও চমৎকৃত হইলেন। তখন সকলই বিশ্বাস হইল। আমি তাঁহাকে কিঞ্চিৎ সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিলাম; এবং অঙ্গীকার করিলাম যে আমরা স্বদেশে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে একটি বৃষ ও একটি মেষ প্রদান করিব।

জলপথে আমাদের কোন বিপদ ঘটে নাই; কেবল জাহাজস্থ একটি মূষিক কর্ত্তৃক আমার একটি মৃত মেষ-দেহ অপহৃত হইয়াছিল। আমি দেখিলাম যে জাহাজের একটি গর্ত্তে ঐ মেষের রক্তমাংস নির্লিপ্ত অস্থি রহিয়াছে। অবশিষ্ট পশুগুলি আমি নিরাপদে গৃহে লইয়া গিয়াছিলাম। মাতৃভূমিতে উপস্থিত হইবামাত্র আমি পশুগুলিকে মাঠের ঘাসের উপর ছাড়িয়া দিলাম। আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম, যে পশুগুলি এখানকার ঘাস ভক্ষণ করিবে না: কিন্তু দেখিলাম, তাহারা পরম সন্তোষের সহিত নব নব তৃণচয় ভক্ষণ করিতে লাগিল। পশুগুলি জলপথেই মরিয়া যাইত; আমি তাহাদের কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিতাম না, কিন্তু অর্ণবপোতাধ্যক্ষ আমাকে তাঁহার উত্তম বিস্‌কুট দিয়াছিলেন তাহা গুঁড়াইয়া জল মিশ্রিত করতঃ পশুগুলিকে খাইতে দিতাম। তাহাতেই তাহারা বাঁচিয়াছিল।

যে কয় দিবস আমি বাটীতে ছিলাম তাহার মধ্যে আমার পশুগুলি দেখাইয়া বিলক্ষণ অর্থ উপায় করিয়াছিলাম। আমি পুনরায় দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ছয় শত সুবর্ণমুদ্রা লইয়া আমার পশু কয়টি বিক্রয় করিলাম। দেশভ্রমণ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিয়াছিলাম, যে তাহাদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে।

বাটীতে উপস্থিত হইয়া আমি স্ত্রীপুত্রাদির সহিত কিছুদিবস স্বগৃহে কালযাপন করিতে করিতে পুনরায় দেশভ্রমণে সমুৎসুক হইলাম। স্ত্রীকে এক সহস্র পাঁচ শত সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করতঃ পুত্রকলত্রাদি আত্মীয়বর্গের নিকট বিদায় লইয়া পুনরায় দেশভ্রমণে যাত্রা করিলাম। এই ভ্রমণের বৃত্তান্ত এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

ইতি শ্রীমৎ কৃতে মহাখ্যানে অবাকৃপুরীদর্শনো নাম প্রথমঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ।

PRINTED BY K. B. DASS, AT THE B. P. M's PRESS,
22, Jhama Pooker Lane, Calcutta.